শ্রীশ্রীহরি।

মুকুন্দ-সঙ্গীত।

শ্রীমোহনদাস বাবাজি

কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

সাং মাণিকবাঙ্কা, পোঃ কমলপুর,

জিঃ শ্রীহট্ট।

সন ১৩৩৩ বাং।

১ম সংস্করণ।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

রাগিণী মাল্লার (তাল গড়খেমটা।)

১। এস দয়া করে গৌর নিতাই বড়ই দয়াল তোমরা দুভাই, আমরা দুভাই জগাই মাধাই বড়ই পাপী জগতে আর নাই। মহাপাপী দুভাই জগত মাঝারে তোমরা দুভাই বিনে বল কে উদ্ধারে, নিজ গুণে দয়া কর অভাজনে তা না হইলে মোদের আর গতি নাই। আসিলে আনন্দ সবে নিরানন্দ, জগৎ ভাসালে দিয়ে প্রেমানন্দ অন্তিম কালে যেন পাই পদার বৃন্দ এই বাসনা মাগি আমরা দুভাই। মেরেছিরে কত বলেছিরে মন্দ তবুত দেখিনা রাগেরি সম্বন্ধ তবু তারে যেইচে দাও প্রেমানন্দ এমন দয়াল জগতে আর নাই। করেছিরে কত মহাপাপাচার ভাবিয়া দেখিনু নাহিক নিস্তার অকুল পাথারে কিসে হব পার দয়া করে দেও চরণ তলে ঠাই। মোদের স্পর্শ রস নিলে পুণ্যের পাপ হয় গঙ্গাতে নামিলে লোপ্ত হয়, দেখিনে সংসারে মোরে উদ্ধার করে তোমরা দুভাই বিনে মুকুন্দের কেহ নাই।

রাগিণী বেহাগ (তাল একতালা।)

২। সভার প্রাণধন সচীর নন্দন রাখরে হিয়ার মাঝে। রাখ যতন করে হিয়ার মাঝারে শ্রীগৌরাঙ্গ নট রাজে॥ যার হৃদে আছে গৌর নিতাইর নাম অনায়াসে সে পাবে মুক্ত ধাম, তারে লওরে স্মরণ করবে ভজন শমন ফিরিবে লাজে। দন

আনন্দে গৌউর নিতাই বল ভাই জগত তারিল দয়াল নিতাই, হইতে ভব পার চিন্তা নাইরে আর এনেছে তরণী সেজে। নিতাই গৌর নাম বল বার বার নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার, এহেন রতন করলি না যতন যাবে কি মুকুন্দ ব্রজে।

রাগিণী বাগশ্রী (তাল একতালা।)

৩। নিতাই গৌরাঙ্গ নাম ঐ নাম বড় ভালবাসি। যেই নামেতে প্রাণ জুড়াবে ঐ নাম বল দিবা নিশি। যে যার ইচ্ছা যারে কর ও করে ভজন মোর মনে লেগেছে সচির নন্দন, জীবনে মরণে নিতাই গৌর নামে থাকি যেন সদায় নামে পশি। দয়াল অবতীর্ণ সচির নন্দন যারে তারে দেয় প্রেম আলিঙ্গন, অধম তারণ পতিতপাবন কেটে দেয় জীবের মায়ার ফাসী। জগাই মাধাই আদি করিল উদ্ধার আর কত শত মহা দুরাচার, নিতাই গৌর নামে রতি নাই যার শমন দূতে তারে বান্ধবে কসি। ধনির মধ্যে কোন বড় ধনি গণি নিতাই গৌর যার সেই সে বড় ধনি, সেই ধন আছে যার চিন্তা নাইরে তার মুকুন্দ রয়েছে আশায় বসি।

রাগিণী বাগেশ্রী (তাল একতালা)

৪। সচির গর্ভ মাঝে উদয় শশি দেখরে নদীয়ার বাসী। হরি হরি বলে খোল করতালে নাশিতে জীবের পাপরাশি। কলির জীবের দশা মলিন হেরিয়া গোলকের হরি মনেতে ভাবিয়া, সাঙ্গপাঙ্গ সত সঙ্গেতে লইয়া প্রকাশ হইল নইদে আসি। কোন যোগে নাহি করে ভক্তিদান দীন হীন যত করে পরিত্রাণ আপনি আচরি ভক্তে করে দান নেও বলে ডাকে দিবা নিশি। অনর্পিত ধন করিতে অর্পণ গোলকে গোপনে ছিলরে সেই ধন। সেই ধন বিনে জীবের হবেনা মোচন বসে রলি কেন মিছামিছি। উদয় হইল প্রেমময় কলি চতুর্দ্দিকে হরি হরি ধ্বনি, দয়াল অবতীর্ণ গৌর গুণমণি দিতেছে জীবকে জ্ঞানের অসি। কখনও শুনিনা এমন মধুর ধ্বনী পাষাণ গলে যায় শুনিলে সেই ধ্বনী, চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলা কোলি মুকুন্দ পাইলি না হইলি দোষী।

রাগিণী মুলতান (একতালা)

৫। গৌর চরণ কররে স্মরণ ভুল না কখন প্রাণ গেলে। যায় যাবে কোল মান যাবে ভুলনা কখন প্রাণ গেলে। দয়াল অবতীর্ণ সচির নন্দন এমন দয়াল হবে না কখন, ও রাঙ্গা চরণ কররে ভজন হবেরে মোচন অন্তিম কালে। গৌর নিতাইর নামে রতি নাহি যার এই সংসারে বেইচে ফল কি বল তার, ধনী বলে তোমায় মানি বলে কাল শমনে বান্ধিয়ে সবার গলে। জেনে কি জান না অসার সংসার মায়ারী সাগরে ডুবলি বারবার, শ্রীগুরুর চরণ করলি না স্মরণ কান্দবিরে মুকুন্দ দিন গেলে।

রাগিণী মুলতান (একতালা)

৬। পতিত পাবন সচির নন্দন এমন দয়াল আর হবে না। এইল পাপি তাপি তরাইতে হরির নাম বিলাইতে কলির জীবের ভাবনা রবে না। ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচি সুত হইল সেই বলরাম হইল প্রেমদাতা নিতাই, পারিসদ সঙ্গে করি এইল গৌর নৈদাপুরী পাষণ্ডি করিতে দলনা। যারে দেখে আপন কাছে তারে হরির নাম যাচে যারে তারে ধরে দেয় প্রেম আলিঙ্গন, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে মিলি করছে সবে কুলাকুলি উত্তম অধম কিছু বিচার করে না। এইল জীবের সুদিন ঘুচে গেল কুদিন নিতাই গৌরাঙ্গ বল ভাবনা রবেনা, ডাকলে নিতাইর দয়া হবে মুকুন্দ তুই ডাকবি কবে এমন সুদিন তোর আর হবে না।

রাগিণী বসন্ত বাহার (তাল গড়খেমটা)

৭। চল যাই নিত্য নদীয়া নগরে। অধম তারণ পতিত পাবন দেয় আলিঙ্গন ধরে যারে তারে। পঞ্চ তত্ত্ব সঙ্গে হইল প্রকাশ জীবের অজ্ঞান তম করিতে বিনাশ, খোল করতালে মিলিয়ে সকলে হরির নাম বিলায় প্রতি ঘরে ঘরে।

জগাই মাধাই আদি যত পাপি ছিল তা সবারে ধইরে হরিনাম দিল, চল চল চল বিলম্বে কি ফল ধরে যারে নিতাই গৌর চরণে। উত্তম অধম না করে বিচার উদ্ধারিল কত মহাদুরাচার, এমন দয়াল হবে নারে আর মার খাইয়া তবু তারে দয়া করে। তরাই করে চল খেলারি নামের খেলা ভাবিয়া দেখ না আছে কি আর বেলা, যতন করে পর হরি নামের মালা নৈলেরে মুকুন্দ ঠেকবি তুই ফেরে।

রাগিণী মনোহরসাই (তাল গরখেমটা)

৮। গৌর নিতাইর নামে রতি না জন্মিল গতি কি তর মরণে, দয়াল অবতীর্ণ শচির নন্দন স্মরণ নিলিনা চরণে। বল গৌর হরি বাঁচি কিম্বা মরি গৌর আমার যা করে, যেমন নাম লয় তারে দয়া হয় লওনারে ঐ নাম বদনে। এমন জনমে হরি না বলিলি গেলরে জনম বিফলে, নিশ্চয় জানিও হবেরে মরণ লওনারে ঐ নাম যতনে। হইলি দুরাচার কিসে হবে পার জঞ্জালে পরিবিরে দিন গেলে, বলিরে মুকুন্দ তর কপাল মন্দ যাবিরে শমন ভুবনে।

রাগিণী বসন্ত বাহার (তাল গড়খেমটা)

৯। মন মজরে হরিনাম প্রেম রসে। গৌর হরি বল ব্রজধামে চল নইলে কান্দতে হবে পরে ঘাটে বসে। বিষয় বাসনা ছাররে সকল দুবাহু তুলিয়ে হরি হরি বল হরির নামের সমান নাইরে অন্য ধন পাবি নামের ফল তরবি অনায়াসে। যে জন ডুবেছে হরি নামে রসে ভব নদী পার হবে অনায়াসে কফে বাতে যখন ধরবে গলায় বসে সময় থাক্‌তে বল নইলে ঠেকবি শেষে। কৃষ্ণ ভজিবারে এইসে ছিলি ভবে সুদিন বয়ে গেল বলবি হরি কবে সাধের মানবজনম হারাইলে কি হবে চলরে মুকুন্দ কেন রলি বসে।

রাগিণী ভৈরবী (তাল একতালা)

১০। হরি হরি বলে দুটী বাহু তুলে খেল দেখি ভাই নামেরি খেলা। এই দেখে তোর বন্ধু কেরে দেখরে চেয়ে মনরে ভুলা। এমন হরি নামে কইরনারে হেলা মন প্রাণ ভরে ডাক দুবেলা. নামেরি মতন কি আছে রতন যতন করে পর নামেরি মালা। চারিদণ্ড দিবা রাত্র পরিমাণ কখন ভুইল না মধুর হরিনাম. প্রাণ অন্তকালে পাবে পরিত্রাণ জুড়াবে পরাণ পাবে না জ্বালা। মুকুন্দেরি মন বড় দুরাচার হরিনামে রুচি হইল না তাহার, দুষ্ট দুরাচার কিসে হবে পার বয়ে গেল তর সাধেরি বেলা।

রাগিণী মনোহরসাই (তাল একতালা)

১১। তুমি দয়াময় আমি তোমার নয় আছে কালের ভয় মরণে, যে জন তোমার তুমি হও তাহার আমায় দয়া হবে কি গুণে। দেহ আত্মা প্রাণ যে জন দিয়াছে সদায় থাক তুমি সেজনারী কাছে আমি দুরাচার হইলাম না তোমার স্মরণ নিলাম না চরণে। অনুমানে যে জন করয়ে ভজন যাবেরে চৌরাশি ভ্রমণে, ব্রজের পঞ্চ ভাবে যে জন ডুবেছে স্থান পায় রাঙ্গা চরণে। দেহ আত্মা প্রাণ তোমারি চরণে দিয়াছে সেবারি কারণে, তোমা হেন ধন অমূল্য রতন পেয়েছে জীবনে মরণে। অকুল সাগরে পরেছি বিপদে করুণা করহে সঙ্কটে, অধম মুকুন্দ বড় কপাল মন্দ যাইতে চৌরাশী ভ্রমণে।

রাগিণী ভৈরবী তাল (একতালা)

১২। তারে ডাকরে দুইটি বাহু তুলে। ডাকরে গৌর নিতাই বলে, ডাকরে তারে ভক্তিভরে কেন তারে রইলি ভুলে। কয়বার এলে কয়বার গেলে ডাক্লি

না গৌর নিতাই বলে কেটে দে তোর মায়ার ফাঁসি থাকিস না মায়ার জালে। পিতার মস্তকে ছিলে জননীর জঠরে আইলে, সেখানে কি বলেছিলে তারে কি রয়েছ ভুলে। দিনের দিনে দিন ফুরাইল আর দিন ফুরায়ে গেল, শেষে কি তোর উপায় বল দিন কাটালি অবহেলে। এই রঙ্গে তোর দিন যাবে না সৎ সঙ্গে কর লেনা দেনা, গোসাই দ্বারিকচন্দ্রে বলে মুকুন্দ তোর নাই কপালে।

রাগিণী লগ্নি (তাল ঝৎ)

১৩। হরিনামের ঘর বান্ধিয়ে তাতে বশত কর না। নামের ঘরে যে বসেছে ঝর তোফানে লাগ্‌বে না। ভাঙ্গা ঘরে বসে থাক্‌লে টিক্‌বে নারে ঝর তুফানে, গুরুর চরণ খুটি করে ভক্তি রসের কারা দেও না। বসে রইলি পরের ঘরে আপনা ঘর কেন বান্ধ না, ঘরখান দেখি ভাঙ্গা চুড়া দরজা কেন বান্ধ না। ভাঙ্গা ঘরের দশ দরজা একটি বন্ধ নয়টী খোলা মুকুন্দ তর ঘরের ভিতর চুরে করে আনা যনা।

রাগিণী মনোহরসাই (তাল গরখেমটা)

১৪। নৈদে অবতরী শ্রীগৌরাঙ্গ হরি। খোল করতালে হরি হরি বলে, হাসিয়ে কান্দিয়ে যায় গড়াগড়ি। সঙ্গে নিত্যানন্দ শ্রীঅদত্যচন্দ্র শ্রীবাস আদি যত কত ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গে নাচে প্রেমতরঙ্গে হরি হরি বলে করে কুলাকুলি। উঠিল ভূবনে সুমঙ্গলে ধ্বনি চতুর্দ্দিকে শুনি হরি হরি ধ্বনি নগরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে হরিনাম দেয় সবে বিনয় করি। আচণ্ডালে ধরে দেয় আলিঙ্গন বিচার করে না উত্তম অধম, যারে দেখে কাছে নেও বলে নাচে মুকুন্দ কাটলি না মায়ার ডুরী।

রাগিণী ভৈরবী (একতালা)

১৫। জ্ঞান পাপি হইও না হইও না। অসৎ সঙ্গ করিও না। চুরি প্রবঞ্চনা কতনা করিলে সাধু গুরু সঙ্গ কেন করিলে নিশ্চয় জানিও হবেরে মরণ এই রঙ্গে দিন যাবেনা। হাসিতে খেলিতে গয়ে গেল জনম শ্রীগুরুর চরণে নিলি না স্মরণ, আবার চৌরাশী হবেরে ভ্রমণ তার কি মনে পরেনা। করলি না ধর্ম্ম নিলিনা মর্ম্ম হবেনা হবেনা তর মানব জনম, সর্ব্বদা কুপথে করলিরে ভ্রমণ সুপথে ভ্রমণ করলি না। শ্রীগুরুর চরণ যে নিয়াছে স্মরণ অজ্ঞান অন্ধকার রবে না কখন, জুড়াবে পরাণ পাবে প্রেম ধন শমনের ভয় রবে না। কখন নিলি না সাধু গুরুর আচার মুকুন্দ কেন তুই হলি এত দুরাচার, নরক মাঝারে যায় ২ করবে কত লাঞ্ছনা।

রাগিণী মনোহরসাই (তাল আড়া)

১৬। কোথায় হে পতিত পাবন শচির নন্দন। বন্ধু তুমি অধমতারণ। নিদানে পরিয়ে ডাকিছে তোমায় আমার মত আর পতিত নাই. সাধন শূন্য ভজন বিহীন আমি অভাজন। আমি দুরাচার অধম জনে কে তরাবে আর তুমি বিনে, নিজ গুণে দয়া করে দেওহে শ্রীচরণ। তুমি দয়াময় কৃপা পারাবার উদ্ধারিলে কত কত দুরাচার এইবার আমায় কর দয়া নইলে যায় জীবন, বারে বারে মোরে মায়ারী সাগরে, অনিত্য সংসারে ডুবালি মোরে, অধম মুকুন্দ ভক্তির নাই সম্বন্ধ আমি দীন হীন।

রাগিণী আলিয়া (তাল গয়খেমটা)

১৭। চল চল চল তরাই করে চল বিলম্বে কি ফল সাধের বেলা যায়। এমন জনম হবে না কখন, করলি না শরণ কি হবে উপায়। পেয়েছরে এইবার

সাধের মানব তরী ভবপারে যাইতে শঙ্কা কিবা করি শীঘ্র করে কর শ্রীগুরু কাণ্ডারী নইলে ভবপারে ঠেক্‌বি বিষম দায়। ওপার যদি যাইতে আশা থাকে মনে আগে যেয়ে ধর শ্রীগুরুর চরণে, পার হইতে পারবি না কাণ্ডারী বিহনে মন প্রাণ সইপে ধর রাঙ্গা পায়। ছেদন কর দুষ্ট বিষয় শৃঙ্খলা কি ভার কি চিন্ত আছে কি আর বেলা, সাধু সঙ্গ মাত্র করলি অবহেলা মুকুন্দ তোর শেষে কি হবে উপায়।

রাগিণী স্বদেশী (তাল কাওয়ালী)

১৮। গৌর নিতাই বল ভাই আর আমাদের গতি নাই এই দিন চিরদিন রবে না। কলি যোগ ধন্য উদয় শ্রীচৈতন্য, আর কি জীবের আছে ভাবনা। দিনে দিনে দিন যায় দেখে কি দেখ না তায় শেষের সেই দিন শরণ করনা, টাকা পয়সা জমিদারী সঙ্গেতে যাবে না কাহার সাক্ষাতে কি তায় দেখ না। সত্য কইরে বলেছিলে সে কথাটার কি করিলে একবার কি তার মনে পরেনা ভুলেছ কামিনীর ভুলে নিবেরে চৌরাশী জালে মুকুন্দ তর নাই কি ভাবনা।

রাগিণী মনোহরসাই (তাল লোভা)

১৯। সেখানে কি বলেছিলে তারে কি রয়েছ ভুলে। আর হবে না মানব জনম দিন কাটাইলে অবহেলে। উর্দ্ধ বাহু হেট মুণ্ডে যখন ছিলে মাতৃ গর্ভে উদ্ধারিতে সেই সঙ্কটে ত্রিসত্য করিয়াছিলে। ভুলে রলি যার আশায় ভাঙ্গবেরে তর সুখের বাসা, পড়িয়ে কামিনীর ভুলে গুরু তত্ব রইলি ভুলে। টাকা পয়সা জমিদারী পেয়ে হলি বেহুইসারী, লাগবেরে তর গলায় দরী যেতে হবে যমের জালে। এই ভাবে কি দিন কাটাবে গুরুর চরণ ভজবে কবে, মুকুন্দ তর মন দুরাচার প্রাণ কাদে না গুরু বলে।

রাগিণী পিলু (তাল আড়খেমটা)

২০। না জানি কার ভাবে গৌরা হয়েছে দণ্ডধারী। ও কার ভাবের পাগল চিন্তে নারি উদয় হইল নৈদাপুরী, না জানি কার ভাবের পাগল, এমন নবীন বয়সে সন্ন্যাসীর বেশ ধরি। শ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে, পাগলের দল মিশা গেছে। দেখবি যদি আয় গো তোরা শ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে, ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ধুলায় যায় গড়াগড়ি। হরে কৃষ্ণ হরি বৈলে বুক ভেসে যায় চক্ষের জলে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে মিলে বলতেছে হরি হরি।

রাগিণী আলিয়া (তাল আড়খেমটা)

২১। গেলরে সময় আছে কালের ভয় হবেরে কি উপায়। চলচল চল বিলম্বে কি ফল, গেলরে জনম দেখনা তায়। আসিয়ে শমন করিবে বন্ধন করলি না যতন হরি নাম ধন, দয়াল অবতীর্ণ শচীর নন্দন ভজনারে তার রাঙ্গা পায়। চল চল যাই নদীয়া নগরে ভুলে রৈলি কেন মায়ারি সাতারে, মাইর খাইয়া তবু তারে দয়া করে এমন দয়াল হবে কি তায়। গেলরে সুদিন এলরে কুদিন এই ভাবে কি তোর যাবে চিরদিন, কুচিন্তাতে তোর গেল রাত্র দিন হবে কি মুকুন্দ তোর উপায়।

রাগিণী মনোহরসাই (তাল খেমটা)

২২। শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বৈলে ডাক রসনা। এই যে সাধের মানব জনম আর ত হবে না। হরি নাম চিন্তামণি হও না সেই ধনের ধনী, জুড়াইবে তাপিত প্রাণ ভাবনা রবে না। হরি নামে মার ডঙ্কা ঘুচিবে মনেরি শঙ্কা পথের সম্বল এই হরি নাম কভু ভুলনা। ডাকরে তারে দিবা নিশি মন কেন তুই রৈলি বসি, মন আর দিন ফুরায়ে গেল ভেবে দেখ না। মুকুন্দ কেন রলি বসে কি হবে তোর গতি শেষে, গোসাই কৃষ্ণচন্দ্রের পদে শরণ নিলি না।

রাগিণী ভৈরবী (তাল একতালা)

২৩। ভব নদী হতে পার হরি নাম কর সার হেলায় জনম হারাইওনা ভাই। হরে কৃষ্ণ হরির নাম জপরে মন অবিশ্রাম, হরির নাম নিতে নিতে প্রাণ যেন যায়। কে যাবিরে ভবপারে আয়নারে ভাই ত্বরায় করে দিন ফুরায়ে গেল দেখনারে ভাই, গেলরে তোর সুদিন এলরে তোর কুদিন দিন গেলে দিন পাবিনারে ভাই। হরির নামের মহিমা যেনে কি তায় জাননা বিপদের বন্ধু আর কেহ নাই, জীবনে মরণে বলরে বদনে হরি নামে উদ্ধারিল জগাই মাধাই। যারে তারে করে পার না করে জাতির বিচার কত শত মহা পাপি পার হয়ে যায়, মুকুন্দ তোর অবশেষে কান্তে হবে অবশেষে এমন মধুর হরির নামে কেন রুচি নাই।

(কীর্ত্তন সুর একতালা)

২৪। হরি হরি বলে দুইটী বাহু তুলে নাচ দেখিরে ভাই। আমরা দুভাই গৌর নিতাই তোমরা দুভাই জগাই মাধাই। মেরেছরে ভাই তাতে ক্ষতি নাই তা না হলে আর খাব হরি বল মাধাই, পাপের জ্বালা জুড়াইতে নাম এনেছি ভাই। যেনে আয় মাধাই তোর পাপের ভাগী কেহ নাই, ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্র বসে রঙ্গ চায়, হরি নামে যে মজেছে পারের ভাবনা নাই। হরি নামে হয় জীবের পাপ তাপ ক্ষয় ভক্তি ভাবে মনে প্রাণে যে জন নাম লয়, মুকুন্দ তুই বল রে হরি শ্রীচরণে পাবি ঠাই।

রাগিণী মনোহরসাই (তাল একতালা)

২৫। নৈদের চান্দ এসেছে দেশে ২। কলির জীবের ভয় কি আছে। সেই চন্দ্রের প্রকাশে তিমির বিনাশে পাপ তাপ করে দূর, অন্ধকার তম রবেনা কখন যারে তারে দেয় কুল, তার কুটীচন্দ্র নখ মূলে ধরাতে উদয় হইয়াছে।

চন্দ্র সূর্য্য দুই গগনে উদয় বাহিরের তম বিনাশে ঘটের ভিতরে প্রকাশিতে নারে শকতি কি তার আছে, অন্তরে বাহিরে প্রকাশ করে এমন চান্দ কোথায় আছে। ছাড় রঙ্গের খেলা দেখবি চান্দের মেলা নদিয়া নগর মাঝে, শ্রীবাসের আঙ্গিনায় কত চান্দের মেলা গৌর চান্দের পাছে পাছে, মুকুন্দ কেন বসে রলি চলনা চান্দের তালাসে।

রাগিণী ভৈরবী (একতালা)

২৬। করলিনা তুই গোসাইর করণ দিন কাটাইলি রঙ্গ রসে। গুরুত পরম দয়াল ডাকতেছেরে পারে বৈসে। আত্ম সুখে মত্ত হয়ে গুরু তত্ত্ব পাসরিলে, সমন কিরে দিবে ছেড়ে কালে তোরে বান্ধবে কসে। অনিত্য দেহ করিতে নিত্য আগে জানতে হবে পঞ্চ তত্ব, আত্ম তত্ত্ব গুরু তত্ত্ব ভুলে রলি মন বেদিসে। দ্বারকানাথের শুদ্ধ করণ করলে হয় না জন্ম মরণ, করলিনা সেই ভাবের করণ মুকুন্দ তুই তরবি কিসে।

রাগিণী ভৈরবী তাল (একতালা)

২৭। গুরু বিনে পারবি নারে ভবসিন্ধু হতে পার। অকুলে পরিলে সমুলে হারাবে কে তোরে করিবে উদ্ধার। তৃপিনীর তিনটী ধারা দেখলে জীবের জ্ঞান হয় হারা পাক জলে পরিয়ে কত নৌকা মারা যায়, ঠিক কর পারের কাণ্ডারী সহজে চালাবে তরী নৈলে তরী মারা যাবে প্রাণে বাচা ভার। মাল ভরা ডুবে গেলে বুঝবিরে নিকাশের কালে ষোল আনা হিসাব নিবে মহাজনের মাল, অতএব বলি মন থেকনারে অচেতন জলের বারি লাগবেনারে চেতন মাঝি যার। অটল নদী হতে পার সকলের নাই অধিকার কুটীর মধ্যে দুই এক জনে পার হয়ে যায়, মুকুন্দ তুই ঠেকবি ভবে পাছে তোর কি উপায় হবে মানব জনম গয়ে গেলে হবেনারে আর।

রাগিণী কালেংড়া (তাল আড়া)

২৮। সে আমার কথা শুনে না পরেছি এক বিষম ফেরে। হরে কৃষ্ণ নাম বলে না কেবল এদিক সেদিক ঘুরে। সাধ করে পেলেছি ময়না পুরাইতে মনের বাসনা, বারে বারে করি মানা বসে থাক তুই আপন ঘরে। আমার খায় আমার পড়ে থাক্‌তে চায়না আমার ঘরে, বারণ করলে শুনে না যে শিক্‌লি কেটে যায় সে উরে। মুকুন্দ কয় সাধের পাখী তোর প্রাণে মোর প্রাণ মাপি, বারে বারে দিছনে ফাকি বলরে হরি বদন ভরে।

রাগিণী কালেংড়া (তাল একতালা)

২৯। ছয় জনার ধোকায় পরে এইবার বেপার সেইপার হইল। হিসাব কিতাব করে দেখি লাভ থাক আমার আসল গেল। পুঁজি আনলেম ষোল আনা করতে বেপার দেরা দোনা, কেন করে দোনা বেপার আমার লাভ লোকসানে গেল। দুনা বেপার করব বলে গোমস্তা রাখ্‌লাম ছয়জনে, আর দশ জনে তার সঙ্গে জুটে সর্ব্বস্ব ধন হরে নিল। মুকুন্দ তুই হলি দেনা হলনা তোর বেচা কিনা, মিলবে না তোর জমা খরচ যেতে হবে জমের জেইলে।

রাগিণী সিন্ধু (এক তালা)

৩০। না জানি কি অপরাধে দয়াল গুরু বলে প্রাণ কান্দে না। অসৎ সঙ্গ সদাই মতি সাধু সঙ্গে মন মজে না। গুরু বলে যার প্রাণ কান্দে জগতে নাই তার তুলনা, পূর্ব্ব জন্মের অপরাধে গুরুর বাক্য ঠিক থাকে না। মনের আছে দুইটি ভার্য্যা ছোট রাণী লাগায় কার্য্যা, তার পুত্র প্রধান পাত্র ছয় দিকে টানে ছয় জনা। পূজা মূলং গুরুর পদ মন্ত্র মূলং গুরু বাক্য, সেই বাক্যে তোর নাইরে ঐক্য মুকুন্দ তুই পার পাবি না।

রাগিণী কালেংড়া (তাল আড়খেমটা)

৩১। জেনে ধরলে চরণ জন্ম মরণ বারণ কর্ত্ত ঐ মানুষে। সমুলেতে হারা হলি ছয় জনারি সঙ্গের দোষে। গেলি না তুই তার তালাসে বদ্ধ রলি অষ্টকাসে, পারবি কি তুই থাকতে হুসে থেকে ছয়টা রিপুর বসে। রিপুর বসে বসি যারা গেল না তার মানুষ ধরা বারণ করি হইছনা হারা থেক গুরুর চরণ পাশে। থাকৃতাম যদি চরণ পাশে পাইতনা আর কোন দোষে, মুকুন্দ তুই গুরুর চরণ পাইলি না তোর স্বভাব দোষে।

রাগিণী ভৈরবী (তাল একতালা)

৩২। ডাক জানি না ভাব বুঝি না আমায় দয়া হবে কিসে। আকুল প্রাণে না ডাকিলে তা না হলে শুনবে কিসে। ডাকার মত যে ডেকেছে সদাই থাকে তারি কাছে, সে তারে দিয়াছে ধরা আকুল প্রাণে যে ডেকেছে। শিশুর মতন আকুল হয়ে ডাকতাম যদি সরল প্রাণে মুখের কথায় ডাকলে পরে যায়না সেই ডাক তারি কাছে। শিশু বৎস হাম্বা করে থাকৃলে মা থাকিলে দুরে, ছুটে এসে অমনি করে আকুল হইয়া যায় তার কাছে। মুকুন্দের মন তোরে বলি সত্য করে বলেছিলি, এক দিন ত ডাকলি না তারে সেই কথাটার হবে কি শেষে।

রাগিণী ভৈরবী (একতালা)

৩৩। মানুষ ভজ ভাই মানুষ পাইবে মানুষে মানুষ ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গ করলে পাবিরে দিশে ঘোচ্‌বেরে সমনের দায়। মানব রতন করবে যতন যার পরশে লোহা সোণা হয়, পরশ মণির পরশ না হইলে মুখের কথায় কিরে লোহা সোণা হয়। চন্দন না হয় বনে বনে মুক্তা না হয় গজে গজে; সব জনা কি মানুষ হয়, কাকেরি বাচ্চা যদি হরি বলিত ময়না তুতার কাজ কি তায়।

দ্বারকানাথ শুদ্ধ মানুষ ভজলাম না তার রাঙ্গা পায়, অধম মুকুন্দ বলে কি হবে তর পরকালে ভজলি না মানুষের পায়।

রাগিণী ভৈরবী (একতালা)

৩৪। দিন থাকিতে ভব পারে চলনা সাধের জনম গয়ে যায়। সময় গয়ে গেলে মহা শুল বাজিবে পারে যাওয়া বিষম দায়। দয়াল নিতাই দয়া করে বলিতেছে বিনয় করে কে যাবি কে আয়রে আয়, এনেছিরে নামের তরি লাগবে না কার টাকা কড়ি যে জন হরি নাম করে তারে নেয় নিতাই। দিনে দিনে দিন যায় দিন যায় না আরো যায় জেনে কি জান না তায়, খাটবে না তোর ছল চতুরী বেন্ধে নিবে কেশে ধরি তখন হবে নিরুপায়। দ্বারকানাথ পারের মাঝি তারেত করলে না রাজি আত্ম সুখে মত্ত হয়ে ঘুরিয়ে বেড়ায় মুকুন্দের মন বড় পাজি হইল না সেই কাজের কাজি ঠেকেছেরে বিষম দায়।

রাগিণী মনোহরসাই (তাল কাওয়ালী)

৩৫। প্রাণ যাওয়ার কালে হরি পাই যেন তোমায়। এ ত্রিসংসারে আমার আর কেহ নয়। পতিত পাবন নামটী ধর অঘটন ঘটাইতে পার আমি যদি ডুবে মরি কলঙ্ক তোমায়। জগাই মাধাই আদি যত উদ্ধারিলে কত শত পাপি নাই আমার মত কি হবে উপায়। শুনিয়াছি সাধু মুখে ভক্তি ভাবে যে জন ডাকে কৃপা কর তুমি তাকে ওহে দয়াময়। আমি তোমার পোষা পাখী যা শিখাও তাই শিখি, মুকুন্দের অন্তিম কালে স্থান যেন পাই রাঙ্গা পায়।

রাগিণী কালেংড়া (তাল আড়খেমটা)

৩৬। কথার মত কথা বিনে অন্য কথা আর বল না। রাধা কৃষ্ণ কথা বিনে প্রাণের জ্বালা বারণ হয় না। বৃন্দাবনে গুপিগণে অন্য কথা নাই শ্রবণে

রাধা কৃষ্ণ কথা বিনে অন্য কথা কেও শুনে না। যোগী ঋষি মুনিগণে মত্ত আছে হরি নামে বলতে আছে নিশি দিনে অন্য কথা কেও বলে না। মুকুন্দ তুই বুদ্ধি নাশা হরির নামে নাই তোর দিশা কফে বাতে ধরবে আইসা হরি বলাতে আর পারবে না।

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ (তাল একতালা)

৩৭। গুরু হইল কল্পতরু যেই ফল বাঞ্ছা সেই ফল ফলে। অন্য অভিলাষ ছেড়ে বসে থাক সেই তরুমূলে। গুরু পূর্ব্বে মন্ত্র দিল প্রেম বৃক্ষ না জন্মিল, পাষাণেতে বীজ রোপিলে ফল ফলে কি কোন কালে। শ্রবণ কীর্ত্তন জলে ঢাল্‌লি না সেই বৃক্ষের মূলে, করলি না তুই বৃক্ষের যতন মূল খাইল তর কাম ছাগলে। দিলি না তুই সত্যের বেরা বন্ধ থাক্‌তে ছাগল মেড়া পালে পালে মিলে তারা বিনাশ করল ডালে মূলে। মুকুন্দ তর মন বেদিশা তোরে কেটা বলে চাষা, করিস না সেই ফলের আশা কিছু নাই তোর কর্ম্ম ফলে।

রাগিণী কালেংড়া (তাল একতালা)

৩৮। ছোট রাণীর পেছে পইরে হারা হইলি আসল ধনে। সেই কথাটায় কি করেছিস যে কথা তোর দিচ্ছে কানে। এনেছ মাল ষোল আনা করতে বেপার দেরা দোনা, আর কি হবে বেচা কিনা বেপার করা নাই তোর মনে। কুহকিনির সরজালে হারা হলি আসল ধনে, বুঝবিরে নিকাশের কালে দেখা হইলে তারি সনে বাধ্য নইলে এই ছয় জনে হরণ করবে পিতৃধনে, রংমহলে প্রবেশ করে লুটবেরে তোর সেই ধনে। তাই বলিরে মুকুন্দ হইছ নারে তুই তাদের বাধ্য কইরগা গুরুর চরণ সাধ্য বাধ্য হবে রিপু ছয় জনে।

রাগিণী বেহাগ (তাল একতালা)

৩৯। বিষয় কেতকী গন্ধে মত্ত হলি মনরে ভৃঙ্গ। সেই ফুলে কি মধু আছে শ্রীপদ পদ্ম কর প্রসঙ্গ। মত্ত রলি বিষয় রসে সেই সুধার পাবি নে দিশে অঙ্গ শীতল হবে কিসে ছেড়ে দে তোর ঐ সব সঙ্গ। কেওয়া ফুলে নাইরে মধু গন্ধ পেয়ে মত্ত শুধু, রসিক ভ্রমর হলে পরে করে না কেতকির সঙ্গ। পদ্ম ফুলে মধু ভরা ডুবালি না তুই মন ভ্রমরা, দূরে যেত জন্ম জরা উদয় হইত প্রেম তরঙ্গ। শ্রীপাদ পদ মধুর আশে মুকুন্দ রয়েছে বসে। গুরু যদি দয়া করে মিলাইয়া দেয় ঐ সব সঙ্গ।

রাগিণী খাম্বাজ (তাল কাওয়ালী)

৪০। রব না সজনী আর এই দেশে। মন দিয়ে যার মন পেলেম না তার সঙ্গে কি মন মিশে। স্বদেশেতে থাকা ভাল বিদেশে আর ফল কি বল যেতে দিব না কোন দিকে বেন্ধে রেখে তারি কাছে। মন মিশে না তারি সনে করব না বাস তারি সনে, পারলাম না সেই ভাবে নিতে থাকে কেবল রঙ্গ রসে। সেই দেশের মানুষ যারা কুহুক দিয়ে ভুলায় তারা, ধনে প্রাণে করে সারা প্রাণে মারে অবশেষে। গুরুর বাক্য ঠিক করিয়ে থাক না বইসে আপন ঘরে, মুকুন্দ তুই অমনি করে থাকিস না আর তারি পানে।

রাগিণী সিন্ধু (তাল একতালা।

৪১। ডুবলরে তোর সাধের ভরা। শেষে লাভে মূলে হবি হারা। মাঝি নয়রে কাজের কাজি কিসে হবে বেপার করা। যেই মাঝির নাই পথের দিশে নাও ঠেকায় সে উচু খুচে এই হবে তোর অবশেষে ধনে প্রাণে যাবি মারা। চেতন মাঝির সঙ্গ করে যাও না নদীর উজান বায়ে, যেমন কাম সাগরে ঢেও লাগে না শক্ত কইরে দিও পারা। ভাটা নদীর উজান বাইতে

কত মাঝি গেল হইটে, কামিকে পারে না যাইতে পার হইয়ে যায় রসিক যারা। শ্রীগুরুর করুণা বিনে পাড়ি দিবি কোন সন্ধানে, মুকুন্দ তোর নাই কাণ্ডারী পাপের বুঝা হইল ভরা।

রাগিণী সিন্ধু (তাল একতালা)

৪২। বাজে খরচ কইরনারে মহাজনের ধন। রেখ তারে খুব হুসারে করিয়া যতন। একুশ হাজার ছয়শ জমা ঠিক রেখো গড় ষোল আনা, কমতি হইলে তায় মানবে না ঠিক রেখ ওজন। দিনে দিনে আদায় হইলে বকয়া না থাকলে পরে, চিন্তা নাই পরকালে বলে মহাজন। ঠিক হইলে দমের ঘরে দেখবিরে সেই দ্বিদল পুরে উর্দ্ধরতি হইলে পরে মিলবে সে রতন। জমা খরচ হিসাব নিবে মহাজনকে কি জব দিবে, হিসাব রেখ দমে দমে মুকুন্দ তোর মন।

রাগিণী বেহাগ (তাল একতালা)

৪৩। ভাব ছাড়া প্রেম করলে কি হয় কখন তার ফল পাবে না স্বভাবে সৎসঙ্গ নৈলে প্রাণের জ্বালা বারণ হয় না। পূর্ব্ব জন্মের ভাগ্যের ফলে সুজনে সুজনে মিলে মরিলে জিয়াইতে পারে শুদ্ধ প্রেমের এই নিশানা। বলিয়াছে শাস্ত্রগণে প্রেম করেছে সত্যবানে সাবিত্রীর সঙ্গ পেয়ে সত্যবানের মৃত্যু হয় না। সেই ভাবের পাত্র নইলে প্রেম করলে কি সেই ফল ফলে, কর্ম্ম যোগে না থাকিলে কখন এমন সঙ্গ পায় না। মুকুন্দ তুই কর্ম্ম পুরা হইল না তোর সেই প্রেম করা, মিলবে না সেই অধর ধরা ভাঙ্গা প্রেমে যোড়া লয় না।

রাগিণী সিন্ধু কাফির (তাল গড় খেমটা)

৪৪। পারবি না তুই হইতে ভব পার। বেহুসারী মাঝি লয়ে কাম সাগরে দেয় সাতার। বায়ু কোণে মেঘ সাজিয়ে আসবে তোফান ভু ভু রবে

তোফান এসে নিবে ভেইসে শেষে করবে হাহাকার। কত মহাজনের তরী সেই জলেতে গেছে মারা, সমুদ্রেতে হচ্ছে হারা ভাঙ্গল গর্ব্ব অহঙ্কার। কাণায় কাণায় যুক্তি করে যাইতে চায় সে ভবপারে, যেইতে কি তুই পারবি সেইরে গুরু নাই কাণ্ডারী যার। শ্রীগুরু কর কাণ্ডারী মুকুন্দ তোর ভাঙ্গা তরী; গুরু বইলে দেও না পারি সে বিনে ভরসা কার।

রাগিণী বেহাগ (তাল একতালা)

৪৫। শুদ্ধ প্রেম সাগর মাঝে ডুব দিয়ে প্রাণ শীতল কর। মনরে তোর পায়ে ধরি একবার আমার কথা ধর। বিষয় জলধি নদী পারি দিলি নিরবধি শুদ্ধ গঙ্গার জল ফেলে কুব জলে কেন ডুবে মর। শুদ্ধ প্রেম রসনারে সেই তরঙ্গে যেবা ডুবে, ডুবিলে সে জানতে পারে সে সাগর কতই গুপ্তিক। কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গার জল, কৈতব থাকিলে হয় না প্রেম আগে দেহের কৈতব ছাড়। ডুবিলে সে রতন মিলে ডুবা লোকে ডুবে তুইলে, মুকুন্দ তুই ডুবশিখিলি না মিছে কেন ঘুরে মর।

রাগিণী সিন্ধু (তাল একতালা)

৪৬। যাইসনেরে তুই দক্ষিণ দেশে। সমন রাজায় বান্ধবে কৈসে। যা গেছে যা বাকী আছে আর হারাইসনা মন বেদিশে, মূলের মূল হারাইলি মহাজন বুঝাইবি কিসে। পশ্চিমেতে কাম যক উত্তরেতে মুক্তি ফল, তিন দিক ছাড়িয়া চল থাকিস না কামিনীর বসে। যে দেশেতে নাইরে রতন মিছে আর করিসনে যতন, জিজ্ঞাস কর গুরুর কাছে নৈলে তারে পাবি কিসে। অজ্ঞানে পাপ করলে পরে মুক্তি পায় সে হরি নামে, জ্ঞান পাপির নাইরে মুক্তি সমন রাজায় বান্ধবে কৈসে। হরিরে তুই মায়ারি দাস তারেত করলি না তালাস, মুকুন্দ তোর মন বিদেশে মায়া নদী তরবি কিসে।

রাগিণী ভৈরবী (তাল একতালা)

৪৭। তুই গুরু তুই কর্ণ মূলে কি কথা শুনাইয়া দিছে। এমন কথা আর শুনিনে যেই কথাতে জীবন বাচে। এনেছে কি নূতন কথা শুনলে যায় অন্তরের ব্যথা, এমন দয়াল নাইরে কোথা মূল ছাড়া ধন বিলাইয়া দিছে। সেই কথা শুনলে পরে প্রাণের জ্বালা যায়রে দূরে, সমনে কি করতে পারে সেই কথাটা যে শুনেছে। সেই কথা শুনেছে যে জন লোকে তারে বলে সুজন, সেই কথা হয় সাধন ভজন সমনের ভয় দূরে গেছে। মুকুন্দ তুই ভুইলে রইলে সে কথাটার কি করলে, গুসাই দ্বরিকচন্দ্রে বলে রাখিছ তারে প্রাণের কাছে।

রাগিণী সিন্ধু (তাল একতালা)

৪৮। গুরু বলে প্রাণ কান্দে না যার। ফল কিরে তার ভবে এসে তবে জানি পূর্ব্ব জন্মে আছে কত পাপাচার। পাষাণেতে বিজ রূপিলে অঙ্কুর দেয় না কোন কালে, তেমনি যত পাষাণ হইলে কিসে হবে ভব পার। পূর্ব্বের জন্মের পুণ্যের ফলে প্রাণ কান্দে তার গুরু বলে, কর্ম্মযুগে না থাকিলে করবে না সে সাধুর আচার। গুরু বলতে নয়ন ঝরে তার তোলনা নাই সংসারে, কেন গুরু বলে প্রাণ কান্দে না মুকুন্দ তুই দুরাচার।

রাগিণী ভৈরবী (তাল একতালা)

৪৯। ভাবের অভাব থাকিতে স্বভাব ভাল হবে না যেতে হবে সমনে। এখনত তোর সময় আছে ধর গা গুরুর চরণে। ভাবের অভাব হইলে পরে নষ্ট হবে পরকালে বান্ধিয়া লইবে তোরে কাল সমনে, নিয়ে যাবে কেশে ধরি মারবে মুণ্ডে ডাণ্ডার বাড়ি মতি যদি না থাকে হরির চরণে। শ্রীগুরু চরণ ভক্তি সমনে করনা রাজি যতন না করিলে রতন পাওয়া যাবে না, গুরু ভক্ত না জানিলে গতি নাই তার কোন কালে ভক্তি ভাবে ভজ যেয়ে গুরু চরণে।

দ্বারকানাথ কৃপা করে দিয়াছে চৈতন্য করে এমন দয়াল ভবার্ণবে আর দেখি না, মুকুন্দ তুই বুঝবি শেষে যমে যখন ধরে কৈশে এখন তোর সময় আছে ধর চরণে।

রাগিণী মনোহরসাই (তাল খং)

৫০। কাম সাগরে পারি দিয়ে পারবিনা তুই ওপার যেতে। দশ ইন্দ্রিয় বাধ্য নাইরে সাধ্য কি তোর ওপার যাইতে। কামিকে যাইতে পারে রসিকের মন কাপে ডরে, দয়াল গুরুর কৃপা নইলে পারবিনা তুই কোন মতে। শুনে'ছ গুরুজির কাছে পারের কি এক সন্ধান আছে, দেহ আত্মা প্রাণ সপিয়ে ধর গুরুর চরণেতে। যেই নৌকায় গুরু কাণ্ডারী অনায়াসে দিচ্ছে পারি, কাম সাগরে ঢেউ লাগে না চলছে তরি ব্রজের পথে। দ্বারকানাথ পারে বসে পার করতেছে অনায়াসে, মুকুন্দ তুই রলি বসে বদ্ধ হয়ে কর্ম্ম সাথে।

রাগিণী ভৈরবী (তাল একতালা)

৫১। বেভিচারী নারী না হবে কাণ্ডারী আগে কর রতির বিচার। সামান্য পীড়িতি কামের পীড়িতি ভাবের পীড়িত হইল সার। কুলটা নারীতে প্রেম না জন্মিবে কৃষ্ণ সুখ হবে না যার, সাধারণী রতিতে মনেরি লোভেতে জন্ম দিলি কেন দুরাচার। সাধারণীতে যদি প্রেম হইত তবে না থাকিত রতির বিচার, সামান্যারী সরোবরে প্রেম তরঙ্গ অনায়াসে করবে পার। আগে জান মর্ম্ম পাছে কর ধর্ম্ম নৈলে ভঙ্গ হবে তার, ক্ষণে ভাঙ্গে ক্ষণে গড়ে ক্ষণে কাটা মাটা লাগে লোকে দেখে রঙ্গ তার। কত কামির সঙ্গ করে এইসেছে সাধুর বাজারে সাধুর স্বভাব নিতে চায়, সিংহের দুগ্ধ সাপে খাইলে স্বভাব দোষ তার যায় না মইলে মুকুন্দ তোর নাই নিস্তার।

রাগিণী আলিয়া (তাল ধুংরী)

৫২। মন তুই কোন সাহসে বিলাত যাইতে চাওরে মন। আগে কও করলিনা তার নিরুপণ। আগেত করলি না রাস্তার ঠিকানা ইংরাজের কল বাঙ্গালা লোকে জানে না, না পায় তার কলের দিশা ইঞ্জিন দেখলে হয় বেদিশা নাইরে তোর জ্ঞানের দিশা চিনলি না সেই মহাজন। আগে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হওরে মন সে হইল সাধনের মূল সাধন, ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে আগে ঠিক কর তারে নাম মন্ত্র ঠিক হইলে মিলবেরে তোর বস্তু ধন। পরে শিক্ষা গুরুর পদে সপ দেহ প্রাণ তবে সে পাইবে পার সে সন্ধান সখির সঙ্গিনী হইয়ে প্রেম সেবা নিবে চেয়ে সখি বিনে মিলবে নারে প্রেমমহির প্রেমধন। শেষে কর মুঞ্জরী গুরু আশ্রয় চারি দেশের চারি গুরু জানতে হয়. সাধন কর কাম গায়েত্রি হবেরে তোর সেই ধন প্রাপ্তি, অন্ধকারে জ্বলবে বাত্তি মুকুন্দ তুই ধর চরণ।

রাগিণী ভৈরবী (তাল একতালা)

৫৩। এই রঙ্গে তোর চিরদিন যাবেনা। আইলি এক দিন যাবি কোন দিন সেই দিনের তোর নাই ভাবনা। জন্ম নিলি ভবের মাঝে জন্মিলে মরিতে হবে, গেল আর দিন ফুরায়ে গেলে রইতে পারবে না। ধনী মানী কুল গৌরবী পার ঘাটে যায় গড়াগরী ২, পাড়ের পয়সা না থাকিলে পাড় করে না, বাদসা নবাব রাজা প্রজা কালেত কারে ছাড়বে না। কই আমি মন তোমার কাছে এখন তোর সময় আছে সময় থাকতে পারে চল মনরে রসনা, মুকুন্দ তোর সময় গেলে অসময়ে পাড় পাবি না।

রাগিণী পিলু (তাল খেমটা)

৫৪। গুরু ভক্তি নাই তোর মনে কি করবে তোর ধনে জনে বুঝলি না তুই দিন যে গণে দিন দুনিয়ার মহাজনে। সোণায় রূপায় জরিয়া থাকিলে জমে

কি ছাড়িবে তোরে, চিন্তা নাই তোর পরকালে ভুলে রলি কি কারণে। হলিরে তুই ভক্তি শুন্য সেখানে পাবিনা মান্য ঠেকে রলি যারি জন্য কেউ যাবে না কারি সনে। লক্ষ যোণি ভ্রমণ করে এসেছ উত্তম কুলে, কাজে কর্ম্মে নৈলে উত্তম হবিরে চৌরাশি ভ্রমণে। মুকুন্দ তোর মন বেঁদশে ঠিক থ কিস তুই আগে পাছে, গোসাই দ্বারিক চন্দ্রে বলে তরে যাবি কোন সাধনে।

রাগিণী বেহাগ (তাল একতালা)

৫৫। ভক্ত মাতা ভক্ত পিতা ভক্ত আমার প্রাণ ধন। তোমারে কহিনু ধন্য সেই দেশ যেই দেশে আছে মম ভক্তগণ। মম ভক্ত যদি করে অধর্ম্ম ধর্ম্মেক মধ্যে গণ্য কহিলাম মর্ম্ম হেন ভক্তির সঙ্গ করলি না মুকুন্দ পাবিনা যুগল চরণ। মম ভক্ত দেখে যে করে যতন তার প্রতি তুষ্ট নন্দের নন্দন, মম ভক্তগণ না করে যতন হবেরে নরকে পতন। নাহি থাকি আমি বৈকুণ্ঠ ভুবনে নাহি থাকি যোগী ঋষী হৃদে সদয় থাকি আমি ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিতে করি পরিত্রাণ।

রাগিণী ভৈরবী (তাল একতালা)

৫৬। মাঝি ভাই তোর পায়ে ধরি এই যে সাধের মানব তরী কাম্ক সাগরের মাঝে ডুবাও না। আশা যাওয়া যে যন্ত্রণা তার কি তুমি জান না। সুখের লাগিয়া এই ঘর বান্ধিয়ে তারতে বসত কর না, লাগবে নায়ে ঝর তুফানে আনন্দ থাকিবে মনে নিরানন্দের দেশে যাইও না। মায়া নদী পারি দিয়ে বারে বারে আশা যাওয়া এই যন্ত্রণা সহে না, এইবার তুমি থেক হুসে আর যায় না দক্ষিণ দেশে এমন কর্ম্ম কইর না। রিপুর বসে বসি যায়া হল না তার দেশে যাওয়া কাম রসেতে কেবল মগনা, দশ ইনদ্রিয় রিপু ছয় বাধ যদি না থাকয়

ডুবাইতে করে কত ছলনা। মায়ারি সাগরে সাধের তরী ডুবে গেলে শেষে উঠতে পারবি না, মায়া নদীর তরঙ্গ ভারি মুকুন্দ তোর ভাঙ্গা তরি পারের কাণ্ডারী ঠিক কর না।

রাগিণী পুরবী (তাল একতালা)

৫৭। চেয়ে দেখ তোর অধিক বেলা এখন তোর ঘুম ভাঙ্গল না। সময় থাকতে পারে চলনা অসময়ে পার পাবি না। যেতে হবে অনেক দূরে ভুলে রলি ঘুমের ঘরে, শীঘ্র করে পারে চল এই রঙ্গে তোর দিন যাবে না। সময় গেলে অবশেষে কান্দতে হবে পারে বসে, রইলি বসে কোন সাহসে ওপার বাইতে নাই ভাবনা। চৈতন্যের জাহাজ লাগল ঘাটে কে কে যাবি আয় না ছুটে কাঙ্গাল পেলে নেয় সে জাহাজে ধনী মানি পার করে না। ক্ষুদ্র মহাজন শ্রীচৈতন্য টীকেট বিলায় নিত্যানন্দ মুকুন্দ তুই ভক্তি শূন্য তায়তে তোরে টীকেট দেয় না।

রাগিণী ললিত (তাল একতালা)

৫৮। মদনা বেটার ছুরের স্বভাব গেল না। আর পাঁচ ছুরা তার সঙ্গে জুটে করছে কত লাঞ্ছনা। ছোট রাণীর কুহকেতে মদনা বেটার মজল তাতে কাম বেটা তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সদায় কামে মগনা। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎর্য্য ভাই ছয়, তারা আপন আপন বুঝে চলে কেহর কথা কেহ শুনে না। ছয় ছুরা একত্রে মিলে দশ ইন্দ্রিয় চৈতন্য করে, তাদের কুমন্ত্রনা শুইনে বাধ্য হইল দশ জনা। দশে ছয় ষোল জুটে সর্ব্বস্ব ধন নিল লুটে, ধনা বেটা মনার বাধ্য আমার কথা শুনে না। সেই বেটার কুহকেতে মোহ করে ধন নেয় লুটে, যে জন পারে ঠিক থাকিতে আছে কি তার ভাবনা। যদি আমার কথা ধর তবে তোমার স্বভাব ছাড় মুকুন্দ তোর এই স্বভাবে পারে যেতে পারবি না।

রাগিণী রামপ্রসাদি (তাল একতালা)

৫৯। মন রৈলি কোন দিকে চাইয়া। সাধনের দিন যায়রে গইয়া। স্ত্রী পুত্র কন্যারি তরে মরলি ভূতের বোঝা বয়ে ভুলে ভুলে মুল হারাইলি দেশে যাবি কি ধন লইয়া। নিদান কালে যে ধন মিলে সে ধন তুই রাখলি না চেয়ে, সাধনের ধন চিনলিনারে কান্তে হবে পারে বসে। ভাটীর বেলায় ঘাটে যাইয়া কি করবি তুই পারি দিয়া, দিন থাকিতে দেওনা পারি পারের বেলা যায়রে গইয়া। শ্রীগুরু কাণ্ডারী করে যাওয়া নদীর উজান বয়ে, মুকুন্দের নাও গেল মারা ভাটির দিকে নৌকা বাইয়া।

রাগিণী ভৈরবী খাম্বাজ (তাল আড়া ঠেকা)

৬০। যাবি যদি আয়রে মন আমার ভব পারের সময় যায়। পারের সময় গেলে শেষে কি হইবে ঠেকবিরে তুই বিষম দায়। পারের মাঝি দয়া করে পার করতেছে যারে তারে বল্লে হরি লয় না কড়ি চিন্তা নাইরে কোন কথায়। কে যাবি আয় ত্বরায় করি লাগবে নারে টাকা কড়ি, সংখ্যা নাইরে হরি নামের তরী যাবেরে সারি ঠেকবে না দায়। পাছে আইসে তারা আগে চলে গেল হরি নামের তরী করে, আপন দেশে চল, ভাঙ্গা তরী নাই কাণ্ডারী হবে কি মুকুন্দ তোর উপায়।

রাগিণী সিন্ধু (এক তালা)

৬১। এখন তর সময় আছে। কেন বদ্ধ রলি সপষ্ট ফাসে। রিপুর বসে বসি হয়ে ভ্রমণ করলি মায়ার দেশে মায়া নদী তরবি কিসে জিজ্ঞাস কর গুরুর কাছে। মায়া নদীর তরঙ্গ ভারি পারি দিবি কোন সাহসে পারের মাঝি রাজি কর নৈলে যাওয়া হবে মিছে। ত্রিবিণীর জল হয় উতালা মাঝে মাঝে জোয়ার আসে ঠিক রাখিও গুরুর চরণ হুস রাখিছ তুই আগে পাছে। মুকুন্দ তোর স্বভাব দোষে পারলি না তুই থাকতে হুসে, মহাজনের মাল ভরা নাও মধ্য গাঙ্গে ডুবায়ে দিছে।

রাগিণী—ভৈরবী তাল একতালা।

৬২। প্রাণ যারে চায় তারে পেলেম না। দেখা দিয়ে দেও না দেখা হরি কর এ কি ছলনা। আমার মনের এই বাসনা প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশায়ে থাকতাম দুজনা সেই আশা পূর্ণ হলো না, তুমি হরি অন্তর্য্যামী জেনে কি তাই জান না। অহরহ সদায় যারে চায় সেই মানুষের পাই না দেখা করি কি উপায় সদাই তারে খুঁজিয়া বেড়াই, দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ নইলে প্রাণে বাঁচি না। মুকুন্দ তুই হলিরে বোকা থাকনারে তুই ভাবে বইসে পাবিরে দেখা কর্ম্মযোগে থাকলেরে দেখা, কর্ম্মযোগে থাকলে মিলে তালাস করে পাবে না।

রাগিণী—ভৈরবী তাল একতালা।

৬৩। মহাজনের ধন হারাইলে কান্দতে হবে পারে বসে। বিবেক বুদ্ধি নাই তোর কাছে পারি দিবি কোন সাহসে। গুরু তোরে যে ধন দিছে তারেত রাখলি না হসে, অসতেরই সঙ্গ করে হারাইলি তুই জ্ঞানের দিশে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নাই তোর কাছে যাইতে পারবি না দেশে, ঘোরছ কেবল মিছে মিছে ঠকবিরে তুই অবশেষে মহাজনকে ফাকি দিলে নষ্ট হবে পর কালে, বুঝবিরে নিকাশের কালে কমতি হইলে বান্ধবে কইসে। এনেছ ধন ওজন করে দোনা বেপার করবি বলে, বেপার করা নাই তোর মনে রলিরে কামিনীর বশে। লেগেছে কি ঘুমের নিশা মুকুন্দ তোর নাই সেই দিশা, করিছ না সেই ধনের আশা বদ্ধ থেকে মায়ার পাশে।

রাগিণী—সুহিনী তাল মধ্যমান।

৬৪। জিহ্বা আপন বশ থাকিতে লওরে হরির নাম বদনে। থাকিতে জীবন ভুল না কখন গেলরে জনম অসাধনে। কৃষ্ণ ভজিবার তরে এসেছিলি এ সংসারে, এ রঙ্গে দিন যাবে না চিরদিন,আসিয়া বান্ধিবে শমনে। এখনে

না লইলি আর কবে লইবে এমন জনম হেলায় কি হারাবে, গেলরে সুদিন আইলরে কুদিন হারাইলি সুদিন অসাধনে। রবির নন্দন আসিবে যখন মিনতি করিলে মানবে কি কখন, রহিতে নারিবে যাইতে হইবে বসিরে সমনে দিন গণে। কুযোনী যতেক ভ্রমিয়া কতেক পেয়েছ এবার মানব জনম, বলিরে মুকুন্দ তোর কপাল মন্দ হারাইলি রতন অযতনে।

রাগিণী—বিভাস তাল যত্।

৬৫। গুরু কি ধন তারে চিনলি না। সুদিন গেল পরাধীনে দিন থাকিতে আইন মানলি না। গুরু যে অমূল্য ধন তারেত করলি না যতন সামান্য ধন পাবার আসে সেই ধন চিনলি না, নিদান কালে যেই ধন মিলে সেই ধনের যতন করলি না। মাড়িয়া জিয়াইতে পারে দেখলি নারে তালাস করে গতি নাই তোর পরকালে ভেবে দেখনা, গুরুর বাক্যে নিলে সেই ধন সেই বাক্য তুই ঠিক রাখলি না। লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে এসেছ উত্তম কুলে এবার জনম হারাইলে ঠেকবেরে ফেরে তরে আবার নিবে জমের জেলে দিবে কত যন্ত্রণা। কয়বার আইলে কয়বার গেলে গুরু কি ধন চিনলি নারে আসা যাওয়া বারে ২ প্রাণে সহে না, মুকুন্দ তোর নাই কি মনে আসা যাওয়া যে যন্ত্রণা।

রাগিণী - ভৈরবী তাল একতালা।

৬৬। ভুলিস নারে মন নকল দেখে আসল মানুষ তালাস কর। এ জগতে তোর বন্ধু কেরে, ভেবে দেখ তোর সকল পর। যাইস নারে তুই এই দেশে থাকিস নারে কামিনীর বশে, কান্দতে হবে পারে বসে মানুষ চিনে সঙ্গ কর। বিজারার মাল আছে ঘাটে খরিদ করলে ঠেকবি তাতে, নইলে কি তুই পারবি যেতে মানুষ চিনে সঙ্গ কর। মানুষেতে মানুষ আছে সকলে তার পায় না দিশে, না গেলে মানুষের কাছে পাবি না তুই তার খবর।

চর্ম্ম চক্ষু ঘুচে গেলে দেখবিরে সেই মানুষ নিলে, রলি পরে অন্ধকারে চেতন গুরুর সঙ্গ কর। যার পরশে সরস হবে তার কাছে তুই গেলি কবে, এমন সুদিন বয়ে গেল মুকুন্দ তর নাই খবর।

রাগিণী—বেহাগ তাল মধ্যমান।

৬৭। গুরু বলে দেও না পারি বসে থেকো না মন মাঝি তোর ভাঙ্গা তরি বেয়ে চল না। নামের তরি আপনে চলে ঢেউ দেখে মন ভয় করো না। শ্রীগুরু পারের কাণ্ডারি সপে দেওনা দেহ তরি লাগবে নারে জলের বাড়ি আছে কি পারের ভাবনা। মন মাঝি তোর ভাঙ্গা তরি দাড়ি মাঝি বেহুসারি, সুজন কাণ্ডারি বিনে ভব নদী পার পাবি না। যে চইড়াছে নামের তরি লাগে নারে জলের বারি, দাড় চিনিয়ে দিও পারি কাম সাগরের ঢেউ লাগে না। আজ কাল বলে দিন ফুরাল শীঘ্র করে পারে চল, নইলে পারের সময় গেল অসময়ে পার পাবি না। ডাকতেছে পারের কাণ্ডারি কে যাবে আয় ত্বরায় বরি মুকুন্দ কেন এ পার রলি সে পার যেতে নাই ভাবনা।

রাগিণী—লগ্নী তাল একতালা।

৬৮। গৌর প্রেম সাগর মাঝে ডুব দিলি না। ডুবলে পরে মিলবে রতন ডুব দিয়ে কেন দেখলি না। ভাব বুঝিয়ে ডুবছে যারা সুধা খেয়ে হয় অমরা, চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ হবে না। প্রেম সাগরে যে ডুইবাছে জিজ্ঞাস কর তারি কাছে, মনের লোভে কাম সাগরে ঝম্প দিও না। বসে রলি মিছা মিছি গলে দিয়ে মায়া রশি, মায়া রশির ফাসি কেটে যেতে পারলে না। গৌর প্রেম শীতল জলে ডুব দিলে সে রতন মিলে, এমন নির্ম্মল জলে ডুবে অঙ্গ শীতল করলি না। মুকুন্দ তর কর্ম্ম ফেরে ডুব দিলি তুই কাম সাগরে, রিপুর বশে বশি হয়ে গুরু কি ধন তাই চিনলি না।

রাগিণী—সিন্ধু একতালা।

৬৯। বান্ধল আমার মায়া রশিতে। ছুটী পাই না কোন মতে। গুরু তোমার কৃপা না হইলে ফাসি কেটে কি পারে যেতে, গলে দিয়ে মায়া দাড় দিবা নিশি ঘুড়ি ফিরি, চোক ঢাকা বলদের মত যেতে পারি না কোন মতে। হস্তে গলে রশি দিয়ে বান্ধল আমায় আশার বৃক্ষে, দুরাশাতে ঘুরছি সদা ফাসি কেটে পারি না যেতে। ঘুরতে আছি মিছা মিছি লামতে পারলে প্রাণে বাচি কেটে দেওনা মায়ার রশি গুরু তোমার জ্ঞান অসিতে। খুলে দেওনা চখের ঠুলি সদায় তোমার রূপ নেহারি অন্ধকুপে পরে আছি বেন্ধে লও তোমার কৃপা রশিতে। ঘাড়ে ২ পরি জেলে মুক্তি পাই না কোন কালে, মুকুন্দ তোর মন ভুল না আবার যাবি চৌরাশীতে।

রাগিণী—মল্লার তাল কাওয়ালি।

৭০। চেয়ে দেখ তোর আপন ঘরে মনের মানুস বিরাজ করে। আছে মানুষ বর্ত্তমানে সঙ্গ করে চিনলি নারে। আমার ঘড়ে আছে মানুষ না চিনে হইয়াছি বেহুস, না নিলে মানুষের সঙ্গ কেমন করে চিনবি তারে। যাইস নারে তুই ঐসব দলে হারা হবে লাভে মূলে, চাইয়া দেখরে নিরক্ষিয়ে কেমন আসা যাওয়া করে। নিতি আসে নিতি যায় খবরত রাখলি না তায়, নয় দরজা বন্ধ করে বসে থাক তুই দমের ঘরে। দোমের ঘরে করিয়া স্থিতি দেখবিরে তুই সেই মুর্ত্তি, দ্বিদলেতে জ্বলছে বাতি মানুষ আছে তার উপরে। জীব থাকে চতুর্দ্দলে দেখা না পাই পরমের সনে, জাগাইয়া লও মুকুন্দ তুই কুণ্ডলিনী চতুর্দ্দলে।

রাগিণী—মলার তাল কাওয়ালি।

৭১। ভাব বুঝে তুই ডুব দিলি না ভাবের মানুষ চিনবি কিসে। মানুষ চিনে সঙ্গ কর তা না হলে জানবি কিসে। ভাবের মানুষ ব্রজপুরে পুরুষ নাহি

যেতে পারে, মাইয়ায় মাইয়ায়, বেচা কিনা থাকে না পুরুষের পাশে। কাম সাগরে ডুবছে যারা তার হবে না বেপার করা, অকূলে ডুবায়ে ভরা কান্দিতে হবে পারে বসে। ভাবের মানুষ রসে মাখা কামিকে তার পায় না দেখা, রসিক যারা পার হয়ে যায় অরসিকে পায় না দিশে। যে বুঝে না ভাবের মর্ম্ম তার হবে না ধর্ম্মা ধর্ম্ম, ভাব না বুঝে করলে কর্ম্ম আটকা থাকে মায়ার বশে। শুদ্ধ ভাবে যে জন ডুবে থাকে না সে মায়ার কূপে, কাম সাগরে ঝম্প দিয়ে মুকুন্দ তুই তরবি কিসে।

রাগিণী—ভৈরবী একতালা।

৭২। মন চল যাই পার ঘাটে। সময় থাকতে পারে চল নইলে পরবি সঙ্কটে। ডাকতেছেরে পারের মাঝি শীঘ্র আয়না ছুটে, অসময়ে পার পাবি না কান্দবি বসে নদীর তটে। টিকেট মাষ্টার ঘণ্টা দিছে টিকেট নিবি কে সময় গেলে গোল বাজিবে ঠেকবিরে তুই পার ঘাটে। সেই ঘাটে টিকেট করে চড় গিয়া নিতাইর জাহাজে, ভক্তি সম্বল নাই যার কাছে থাকবে তারা পাছে হটে। পয়সা ছারা টিকেট দেয় না তুলবে না সেই জাহাজে, টীকেট ছারা উঠলে জাহাজে বান্ধবে তারা এইসে জুটে। মুকুন্দ তর টিকেট করা হবে না সহজে, বারে ২ পরবি ফেরে কি লিখেছে তোর ললাটে।

রাগিণী – ভৈরবী একতালা।

৭৩। মন তুই দেখবি আজব লীলা। দেখবি যদি ভাবের মানুষ খুলে দে মানুষের তালা। গেলি না মানুষের কাছে রলিরে কামিনীর বসে আত্ম সুখে মত্ত রলি ওরে মন বেদিশে কানে শুনা শোনার মানুষ দেখছ না কোন দোষে। না গেলে মানুষের কাছে দেখবি কি তার লীলা খেলা। মানুষের সঙ্গ করলে মানুষের স্বভাব নিলে তবে সে ভাবের মানুষ দেখবি অবশেষে নিত্য মানুষ নৈদাপুরে

প্রেম তরঙ্গে ভাসে, মানুষ যারা চিনবে তারা নইলে তারে করবে হেলা। দেশে দেশে আছে মানুষ সঙ্গ করলে হবেরে হুস বেহুসেতে দিন কাটালে ওরে মন ভোলা চেতন হয়ে দেখলি নারে সেই মানুষের লীলা, অনিত্যকে নিত্য ভেবে মুকুন্দ তোর গেল বেলা।

রাগিণী—কালেঙ্গরা আরাঠেকা।

৭৪। আমারি দেহের স্বভাব দূরে নাহি যায়। দূরে নাহি যায় কি করি উপায়। স্বভাব দোষ যার সঙ্গে চলে ধুইলে না যায় গঙ্গা জলে, কুকুর যায়রে তীর্থ বাসে মাংসখানে ফিরায়। চাতকের পিপাসা হইলে নামে না সে কুব জলে, গাধার পূর্ব্ব স্বভাব যায় না ভাল জল ঘোলাইয়া খায়। আপন হাতে গর্ত্ত করে আপনা আপনি ডুবে মরে, আপনা হাতে বাঁশ বেন্ধে ফাঁসি খেয়ে প্রাণ হারায়। সেই স্বভাব তোর দূর হল না আর হবে না বেচা কিনা, মুকুন্দ তুই হাল দেনা ভেবে দেখ তোর নাই উপায়।

রাগিণী—বেহাগ তাল আরঠেকা।

৭৫। চৈতন্যের জাহাজ লাগল ঘাটে কে কে যাবে আয় না ছুটে। সময় গেলে পার পাবি না শেষে পারে কান্দবি বৈসে। চারি দণ্ড রাত্রি দিবা কুচিন্তাতে ফল হয় কিবা, গণার দিন ফুরায়ে গেলে শেষে পারে কান্দবি বসে। ভক্তি সম্বল বিহীন যারা হবে না তার টিকেট করা, পার ঘাটে পরবে ধরা সমন তরে বান্দবে কশে। যাবি যদি জাহাজে চড়ি কে যাবি আয় ত্বরায় করি, পরেছে টিকেটের ঘণ্টা মন কেন তুই রলি বসে। নিতাইচান্দের জাহাজে চড়ে যাবি শান্তিপুরে মুকুন্দ যায়রে সময় বইয়ে রইলি বৈসে কারি আশে।

রাগিণী—কালেঙ্গরা তাল আরঠেকা।

৭৬। দিশা হারা নিশা খেতে কে তারে বলে দিচ্ছে। যে নিশাতে নাইরে দিশা লাভে মূলে হারায়ে গেছে। লেগেছে কামিনীর নিশা হারা হলি জ্ঞানের দিশা, খাইলি না তুই নামের নিশা আর কিরে তোর উপায় আছে। গাঞ্জার নিশা মদের নিশা তারেত বলি না নিশা, কামিনীর সাথে বিভোর হয়ে জগতের লোক মেতে গেছে। শুন বলি মন নিশা খোর কোন নিশার তোর বেশী জোর সব নিশা সে তুচ্ছ করে ভাবের নিশা যে খেয়েছে। যে নিশা ধরেছে তোরে মুকুন্দ তুই পড়্‌লি ফেরে, গাঁধা করে নিবে তোরে প্রাণে বাচা হবে মিছে।

রাগিণী—পিলো তাল একতালা।

৭৭। ধর্ম্মের জন্য করে কর্ম্ম লোকে যদি মন্দ বাসে কি হবে তার লোকের মন্দ ভাবে মইজে যে ডুবেছে। আপনা মন আনন্দ হইলে পরের কথায় কি হয় তারে, মান্য পাইতে করলে কর্ম্ম গণ্য হয় না তারি কাছে। লোকের কাছে পেতে মান্য সেখানে হবে না গন্য স্থান পাবি না তারি কাছে। কুল কলঙ্কের ভয় রাখে না সদায় ভাবে ঐ ভাবনা, লজ্জা কলঙ্ক গুলে কপালে ফোটা দিয়াছে। মুকুন্দ তুই ভক্তি শূন্য সেখানে পাবি না মান্য কয়লিরে তুই পশুর কর্ম্ম ধর্ম্মের ঘরে বাদ পরেছে।

রাগিণী—মালকোশ, তাল কাওয়ালি।

৭৮। পাগল হয়ে যাই পাগলের দেশে। এদেশে মানুষের সনে মন নাহি মিশে। নিতাই পাগল চৈতা পাগল আর এক পাগল আছে ভোলা, মন পাগল কেন বসে রলি চলনা তার উদ্দেশে। রূপ সনাতন পাগল সেজে মিশল সে পাগলের দলে, পূর্ব্ব ধর্ম্ম ছুটে গেল মইজে পাগল রসে।

আর এক পাগল প্রহ্লাদ ভক্ত ঐ পাগলামি বড়ই শক্ত, পাগলামি পরীক্ষা দিয়ে দলে গেল মিশে। হইতে গিয়ে ঐ সব পাগল মুকুন্দেরই গেছে সকল পারলেম না সে পাগল হইতে আপন স্বভাব দোষে।

রাগিণী—লগ্নী তাল কাওয়ালি।

৭৯। নিতাই গৌরাঙ্গ বলে ডাকনারে জনম যায়রে বিফলে। জনম হারাইলে এসে কি কাজ করিলে, ভবপারে বইসে কান্দবি দিন গেলে। আসিয়ে সমনের চর বান্ধবে রঙ্গের, শেষে বান্ধিয়া লইয়া যাইবে জমের জেলে। দিন ফুরায়ে যায় শেষে কি হবে উপায়, শেষে ঠেকবিরে মুকুন্দ অন্তিমকালে।

রাগিণী—আলিয়া তাল কাওয়ালি।

৮০। যাবিরে তুই শান্তি নিকেতন। ওরে বলি অবোধ মন, অশান্তি নগর মাঝে বৃথা কেন করছ ভ্রমণ। সেই নগরে নাই জমের অধিকার শীঘ্র করে চল মনরে দুরাচার, কুআচার কইরনারে আর শ্রীগৌরাঙ্গ নামে কররে যতন। কুচিন্তাতে তোর গেল রাত্র দিবা অর্থ চিন্তা করে স্বার্থ হবে কিবা, সাধু সঙ্গেতে কর কৃষ্ণ সেবা তা না হলে হবে নরকে পতন। সাধু সঙ্গ বিনে কোথায় শান্তি পাবি ধীর শান্তি হইলে শান্তিপুরে যাবি, চল চল চল শীঘ্র করে চল শেষে পড়বি ফেরে হারাবি জীবন। জন্ম অবধি ভ্রমণ করলি দক্ষিণ দেশে আর কয়দিন বাকী ধরবে এসে কেশে, কত শান্তি আছে বুঝবি অবশেষে যমে যখন তোরে করবেরে বন্ধন ধীর শান্ত হয়ে রতি স্থির কর রবে না কখন অশান্তির কারণ, গোসাই দ্বারিকচন্দ্র বলেরে মুকুন্দ তর কপাল মন্দ হারালি রতন।

রাগিণী ভৈরবী খাম্বাজ একতালা।

৮১। ডাকার মত ডাক শিখায়ে টাইনে নেওনা তোমার কাছে। তোমার কাছে যাইতে পারলে থাকতাম আমি প্রাণে বাইচে। যাইতে চাইলে তোমার কাছে বন্ধ রাখে অষ্ট পাশে, তুমি হরি মুক্তি দাতা আমার কর্ম্মে কি রেইখাছে। ডাক জানি না ভাব বুঝি না তাইতে তোমার দেখা পাই না। সেওনা আমায় ডাক শিখায়ে ডাকলে যে পাই তোমায় কাছে। তুমি না শিখায়ে দিলে শিখব আমি কেমন করে ডাকব আমি প্রাণ ভরে শিখলে আমি তোমার কাছে। তুমি আমার কাছে থাকলে ডাকা ডাকির কাজ কি লাগে, মুকুন্দ তোর ডাক জানে না পরে পরে পরে আছে।

রাগিণী মনোহরসাই তাল লোভা।

৮২। গৌর প্রেম সাগর মাঝে রসিক যারা ডুবে গেছে। ধরতে পারে সেই রসের মীন যে জন জলে ডুব শিখ্যাছে। বাইতে যাও প্রেমের বর্শি প্রণয় সুতে বান্ধ কসি তাতে বান্ধ চোয়া কাঠি নয়নে রেখো কাঠির কাছে। কাল জলের ভাওয়া চিনে বর্শি ফালাও নির্ম্মল জলে, সহজ প্রেমের আধার দেখে আসবে মীন সেই বর্শির কাছে। আধার দেখে হয় গো খুসি শক্ত করে ধরিও বর্শি, চোয়া কাঠি তল না হলে খুট দিলে লাগবে না মাছে। মুকুন্দ তোর বর্শি বাওয়া বারে বারে আশা যাওয়া, রসের মীন যাবেনা ধরা আধার জলে মিশে গেছে।

রাগিণী খাম্বাজ তাল খেমটা।

৮৩। শুনেছি পরশ মণির পরশ হলে লোহা সোণা হয়। লোহা সোণা হয়। লোহা সোণা হলে পরে আর কি তারে লোহা কয়। স্বাতি নক্ষত্রের জলে গজে পড়লে মুক্তা ফলে, পাত্র গুণে সেই জল ফলে অস্থানেতে কি ফল

হয়। যে পাইয়াছে সোণার খণি সে হইয়াছে মহাধনী, সেজন ধনের শিরোমণি সাধু গুরু সবই কয়। সেই পরশ নাইরে যার ভবে এসে ফল কিরে তার, আসা যাওয়া বারে বার পাছে আছে কালের ভয়। জানলি না সেই পরশের মূল মুকুন্দ তর এতই কি ভুল, একুল সেকুল দুকুল গেল সমনে করলি না জয়।

রাগিণী সিন্ধু তাল একতালা।

৮৪। জানবি কি তুই সেই সোনার মূল। ভেবে দেখ তোর আসলে ভুল। লোহার বেপারী হয়ে করছ মিছে গণ্ডগোল, তামা কাসার ভাও জাননা জিজ্ঞাস কর সোনারই মূল। কেহ হিরার দরে কিনে জিরা না জানে তার মূলামূল, অন্ধের হাতে রত্ন দিলে জানবে কি তার কতই মূল। জহরি না হইলে পরে সোনার মূল কি সবে জানে, নকল হইলে পরবে ধরা পাবি না তার উচিৎ মূল। পাইলে পরে আসল সোনা বেপার হবে দেরা দুনা, মুকুন্দ তোর একুল সেকুল একেবারে হারালি দুকুল।

রাগিণী—সিন্ধু একতালা।

৮৫। সঙ্গ দোষে হারা হলি আসল ধনে। সেই কথা কি তোর নাই মনে। গুরু তরে দয়া করে কি বলেছে কানে ২ সেই কথাটার কি করিলে তারে রাখলি নারে সাবধানে স্বভাব দোষ যার সঙ্গে চলে ধুইলে না যায় গঙ্গা জলে, স্বভাব সৎ সঙ্গ নইলে পারবি কি তুই অল্প জ্ঞানে। বসে রলি যারি আশায় ভাঙবেরে তোর সুখের বাসা নিকাশ নিবে সমন রাজা বসে ২ দিন যে গনে। যমে যখন জিজ্ঞাসিবে ষোল আনা হিসাব নিবে, মুকুন্দ তুই কি জব দিবে দেখা হইলে তারি সনে।

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী একতালা।

৮৬। আমার হৃদ পিঞ্জরায় বসে ২ গুরু বলে ডাক। পাখির জনম মুক্ত হবে নামেতে দিওনা ফাক দাড়ি। আশা ছিল মনে ২ সুখী হব দুই জনে, নামের সমান নাইরে মিঠা সদায় নামে মজে থাক। গুরু বলে ডাক হয় বোলা খাইতে দিব দুগ্ধ কলা, ঝুড়াইব প্রাণের জ্বালা তোর প্রাণে মোর প্রাণ মাখ। মিশা গেলে প্রাণে ২ চিন্তা নাই আর পরকালে, তাই বলিরে মিনয় করে প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া ডাক। হরি নামের নাই তুলনা আবোল তাবোল বোল বইল না, ডাকলে কেহ ফিরে যায় না মুকুন্দ তুই আশায় থাক।

রাগিণী—বিভাস তাল আরখেমটা।

৮৭। আমার গৌর রতন করিব যতন পাই যদি তাহারে। হৃদয়ে গোপনে রাখব দেখতে দিব না কারে। আমি তোমায় পাইলে পরে যাব না আর কারো সনে, এদিক সেদিক ঘুরচি সদা পাই না দেখা তারে। থাক তুমি কোন সহরে যাব আমি কেমন করে, অনেক দিন হয় সঙ্গ ছাড়া পরে আছি দূরে সরে। ঠিকানা ভুলিয়ে গেছি দিবা নিশি ঘুরতে আছি মুকুন্দ কয় শূন্য গৃহে একলা রব কেমন করে।

রাগিণী—বেহাগ খাম্বাজ একতালা।

৮৮। মাটীতে আছে ভগবান। যত জীব জন্তু তরুলতা সবাকে দিয়াছে স্থান। নানা রঙ্গের পুষ্পআদি মাটীতে সবার উৎপত্তি সবের গন্ধ এক রকম নয় পাচ রকমের পাচটী ত্রাণ। জীব জন্তু যত ইতি মাটীতে সবার উৎপত্তি কেহ থাকে ভাঙ্গা ঘরে কেহর ভাঙ্গে মিলে দলান মাটীতে উৎপত্তি সবে মাটীতে সব মিশে যাবে, মুকুন্দ তুই বুঝবি কবে হইলনা তোর দিব্য জ্ঞান।

রাগিণী—বেহাগ তাল ঠেকা।

৮৯। শিখলি না পাগলের বুলি মিছা কেন তুই পাগল হলি। মিশিতে পারলি না দলে শুধু কলঙ্ক রটাইলি। শিখবি যদি ঐ পাগলামিটা সেই পাগলের নাই মমতা, বেদ বিধানের ভয় রাখে না সমান দেখে সকলি। সোনা রূপা টাকা কড়ি চাই না ভাগ্য জমিদারী, শুনে না সে লোকের নিন্দা গায়ে মাখে পথের ধুলি। সেই পাগলামিটা বলি শিষ্ট হইতে গেলে বড়ই কষ্ট, পাগলামি নয় গাছেরই ফল খাইতে পায় না সকলি। পাগল হইতে আছে বাকী খাটবে না তোর ফাকি ঝুকি মুকুন্দ তুই তুলে মূলে হারায়ে গেলি সকলি।

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী একতালা।

৯০। আরে আমার সাধের ময়না ২। এদিক সেদিক আর ঘুইর না আপন ঘরে বসে বসে হরে কৃষ্ণ নাম জপ না। সাধ করে পেলেছি তরে খাওয়াইয়া দুগ্ধ কলা হরে কৃষ্ণ নাম শিখায়ে জুড়াইতাম প্রাণের জ্বালা তাই বলিরে মিনয় করে এদিক সেদিক যাইস নে উড়ে আর আমায় ফাকি দিও না ওরে আমার জংলা পাখী জঙ্গলি বোল আর বোইল না আবোল তাবোল বোল বলিলে বারণ হয় না প্রাণের জ্বালা, কৃষ্ণ নামটি কবে লবে পাখির জনম মুক্ত হবে, এমন জনম যায়রে বৃথা কৃষ্ণ নাম কর সাধনা। বারে বারে করিরে মানা যাস নারে তুই ঐসব দলে আবোল তাবুল বোল বলিয়ে হারা হবি লাভে মূলে। মুকুন্দ কয় সাধের ময়না এই ভাবে তোর দিন যাবে না উড়তে গেলে পড়তে হবে চিরদিন কার সমান যায় না।

রাগিণী—ভৈরবী একতালা।

৯১। ডাকছি কত পাইনা দেখা তারে ডেকে ফল কি বল। ডাকছি কত পাইনা দেখা ডাকতে ২ দিন ফুরাইল। প্রহ্লাদ ভক্ত তারে ডাইকে রক্ষা পাইল বিশানলে সেই ডাকটা কতই মধুর নাইরে আমার সেই সম্বল। সেই ডাকটা যে শিখাছে সদায় থাকে তারি কাছে, আসবেনা সে আমার কাছে অনুমানে বুঝা গেল। যার ডাকে নাই মমতা তার সনে সে কয়না কথা যে ডেকেছে শিশুর মতন সে পাইয়াছে মার কোল মুখের কথায় ডাকলে পরে মুকুন্দ কি পাবি তারে ডাকরে তারে ভক্তি ভরে যেই ডাকে হয় প্রাণ শীতল।

রাগিণী--ভৈরবী খাম্বাজ একতালা।

৯২। পারের সময় বয়ে গেলে কি হবে উপায়। ডাকতেছেরে পারের মাঝি কে কে যাবি আয়। সময় গেলে গোল বাজিবে পারে বৈসে কানতে হবে, ঠেকবিরে তুই অবশেষে হবে নিরুপায়। ওরে মন বুদ্ধি নাশা পারে যাবার নাই তোর দিশা, হারাবি তুই পথের দিশা চলনা ত্বরায়। অকুলে ডুবাবে নৌকা বুঝলেনা তুই মনরে বোকা, যাইতে পারবিনা একা গুরু নাই সহায়। গুরু হইল পারের মাঝি মুকুন্দ তুই লওনা খুজি, সে যদিরে দয়া কইরে পারে লইয়ে

রাগিণী—খাম্বাজ একতালা।

৯৩। প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশায়ে ডাকার মত ডাকলাম কই। তার ভাবে সে সদায় থাকে আমার ভাবে আমি রই। মিশে গেলে তারি প্রাণে পড়িত টান টানে টানে, মিশতে চায়না আমার প্রাণে সেই দুঃখ আর কারে কই। প্রাণে যারে সদায় চায় সে বিনে প্রাণ বাচা দায়, ধন রত্ন তুচ্ছ করে সে

ধিনে প্রাণ বাচে কই। যে মানুষে মন ভুলাল নয়ন তার রূপে গেল, সে মানুষ যে বাক্য দিল মুকুন্দ তোর ঐক্য কই।

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী একতালা।

৯৪। আমি রইলাম আমার মতে তার মত আমি হইলাম কই। হয়েছি তার অনুগত লোকের কাছে ডেকে কই। যদি তার মত হইতাম তার স্বভাবে স্বভাব নিতাম, রূপ সাগরে নয়ন দিতাম সে ছাড়া রইতাম কই। তার স্বভাবে স্বভাব নিলে সে কি ছেড়ে যায় আমারে দেহ আত্মা প্রাণ সপিয়ে একেবারে দিলাম কই। মুকুন্দ মিনয় করে আছি আশায় লতা ধরে, সে এক দেশে আমি এক দেশে আশায় আশায় বইসে রই।

রাগিণী—সিন্ধু একতালা।

৯৫। তিন দিগ ছাড়িয়া চল নইলেরে তুই পড়বি ফেরে। চারি দিগে চারি রাস্তা আছে না চিনলে তুই আসবি ফিরে। পিতার যে ধন আছে যাবি যদি তার তালাসে, করগারে তুই পথের তালাশ গুরুর কাছে জিজ্ঞাস করে। মহাল ভরা ধন থুইয়ে তুমি এত দুঃখী কেনে, এই স্থানেতে আছেরে ধন খুঁজে লতুই যত্ন করে। মহাজনের যেই পথে যেতে হবে সেই পথে, দ্বারিক বলে মুকুন্দরে যাইসনারে তুই সেই পথ ছেড়ে। শ্রীগ্রন্থের অনুবিংশে সোনাতনকে শিক্ষা দিছে, যাইচনারে তুই দক্ষিণ দেশে মহা প্রভু নিষেধ করে।

রাগিণী—ভৈরবী একতালা।

৯৬। তারে ধরতে গেলে না দেয় ধরা মন আমার হিরামন তোতা যাইতে চায় সে ঐ সব দলে সদাই করে শূন্তে উড়া। হরে কৃষ্ণ নাম বলে না আবোল তাবোল বোল ছাড়ে না, সে আমার কথা শুনে না প্রাণের পাখী শয়সা পড়া।

আমি শিখাই কৃষ্ণ কথা সে দেয় আমার প্রাণে ব্যথা, সমুলেতে কচ্ছে হারা। আমার খায় আমার পড়ে থাকতে চায়না আমার ঘরে, মুকুন্দ ঠেকেছে ফেরে যারে ২ বলেম সারা।

রাগিণী—কালেঙ্গরা একতালা।

৯৭। একুল গেলে সেকুল পাব কাজ নাই আমার এছার কুলে। অকুলের কুল গৌর হরি মিশে যাব তারি কুলে। দাড়ি গৌর দেশে চলে যাব গৌর কুলে কুল মিশাব, যেই কুলেতে গৌর কুল বাদী রবনা আর সেই কুলে। কুলের গৌরব করছে যারা গৌর কুল পাবেনা তারা, হবেরে সে দুকুল হারা কান্দতে হবে নদীর কুলে। একুল সেকুল দুকুল গেলে গতি নাই তার পরকালে মুকুন্দ তোর একল থাকতে স্থান পাবিনা তারি কূলে।

রাগিণী—বসন্তবাহার কাওয়ালী।

৯৮। চল চল যাই নদিয়া নগরে ভাবনা কিরে ভাই। কির্ত্তন আনন্দে নাচে প্রেমানন্দে গৌর নিতাই দুইটী ভাই। হরি হরি বইলে প্রতি ঘরে ২ মিনয় করে, মন প্রাণ ভরে যেজন হরি বলে পার করে তারে দয়াল নিতাই। অনর্পিত ধন দেয় যা'রে তারে উত্তম অধম বিচার না করে। মাইর খেয়ে তবু তারে দয়া করে তার সাক্ষি জগাই মাধাই। পতিত পাবন সচীর নন্দন এমন দয়াল হবেনা কখন, আচণ্ডালে ধরে দেয় আলিঙ্গন বড়ই দয়াল গৌর নিতাই।

রাগিণী—বেহাগ তাল লোফা।

৯৯। অনিত্য সংসার মাঝে আর কত দিন থাকবে ভুলে। ডুব দিয়ে মায়ার সাগরে আসা যাওয়া বারে ২, কামিনীর সঙ্গ করে দিন কাটাইলি অবহেলে। হরি বল দেশে চল নাম বিনে আর নাই সম্বল, কি ধন লয়ে পারে

থাকে তারে কি রয়েছ ভুলে। আজ কাল বইলে দিন ফুড়াইল গণার দিন ফুরাইয়া গেল, সময় থাকতে পারে চল কি হবে তোর পরকালে। মুকুন্দ তুই রলি ভুলে কি হবে তোর পরকালে পারের সময় বয়ে গেলে পরবিরে তুই জঞ্জালে।

রাগিণী—কালেঙ্গরা খং।

১০০। ঢেলে দিয়ে প্রেম সোহাগা গালায়ে লও কেলে সোণা। থাকলে কেবল হয়না সোণা তারে জ্ঞান অগ্নিতে পুরে লও না। ময়লা পাথর ঘষলে পরে সোণার ময়লা দিবে ছেড়ে, ভাবের রসুন দিয়ে মাজগা তারে দেখবে জ্যোতি বাহির হয় কিনা। জ্ঞান আতুরা হাতে ধরে পীটে লওনা শক্ত করে প্রেমের হার বানায়ে তারে যত্ন করে গলে পড় না। না গলিলে কেলে সোণা কি হবে তোর থাকলে সোনা, না পড়লে জহরির হাতে সাচ্চা সোনা কেউ চিনে না। না গেলে জহরির কাছে মুকুন্দ তুই চিনবি কিসে, তুই সোনায় একান্ত হয়ে রঙ্গ ধইরাছে কাচা সোণা।

রাগিণী—মনোহরসাই চৌতালা।

১০১। নাম বিনে আর কলির জীবের বন্ধু নাই তারে ভুল না ভাই। হরির নাম ধন করিয়ে যতন তইল মুক্ত জগাই মাধাই। জিহ্বার আলসে সেই নাম না নিলি জনম পাইয়া কি কাজ করিলি, ভেবে কি দেখ না ভাই, আসিয়ে শমন করিবে বন্ধন সে কথা কি মনে নাই। হাসিতে খেলিতে বয়ে গেল জনম শ্রীগুরু চরণে নিলি না স্মরণ উপায় কি বল না ভাই, নিশ্চয় জানিও হবেরে মরণ এ রঙ্গ দিন যাবে না ভাই। হুকুমেতে আইলি ভবে তলবেতে যেতে হবে গণার দিন ফুরিয়ে গেলে রহিতে নারিবে। হরি নাম নিলে না ভাই কর সেই নাম সাধনা ছার অন্য ভাবনা নইলে পারের গতি নাই।

হরির নামের তরণী নিতাই কাণ্ডারী নিমিশেতে তরাইবে অকুল পারি চিন্তা কিরে ভাই, রলি অষ্টপাশে গতি কি তোর শেষে মুকুন্দ তোর ভাবনা নাই।

রাগিণী—বসন্তবাহার গড় খেমটা।

১০২। নিতাই আমার গৌর আমার বড়ই দয়াল। ধনী মানী পার করেনা পার করে কাঙ্গাল। যারে তারে হরি নাম দিতে এমন নাইরে জগতে, হরির নামে তরাইল দিনহীন কাঙ্গাল। দয়াল প্রভু সচীর নন্দন অধিক দয়াল রুহিণী নন্দন, প্রতি জনে হরির নাম দেয় কেটে মায়াজাল। বিলাইল অনার্পিত ধন সেই ধন ছিলরে গোপন, মুকুন্দ তোর মিলবেনারে তোর পোরা কপাল।

রাগিণী—বেহাগ একতালা।

১০৩। আমার গহুরচান্দ গোপনে রাখব সজনি। হৃদয়ে গোপনে রাখব হেরব দুই চরণখানি। গৌর আমার অমূল্য রতন সে ধন সুখী হইব চাইনা অন্য ধন লোহা পরশে করছে সোণা গৌরচান্দ পরশমুনি। রাখব তারে অতি যতনে যায় যাবে কুলমান যাবে ছাড়বনা তারে, বলুক ২ লোকে মন্দ ওগো গৌর কলঙ্কিনী। যে পাইয়াছে গৌর পদাশ্রয় থাকে নাগো তাদের কাছে কুল কলঙ্কের ভয় মানবনাগো কারো কথা যা করে গৌরমণি। যদি আমি গৌর কুলটী পাই চৈলে যাব তারি সনে কুলে দিয়ে ছাই। মুকুন্দ কয় গৌর পাইলে সে হবে মহাধনী।

রাগিণী—ভৈরবী একতালা।

১০৪। আয়রে দুভাই জগাই মাধাই হরি বলিয়ে নাচিয়ে বেড়াই। আমরা দুভাই গৌর নিতাই তোমরা দুভাই জগাই মাধাই। প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিশায়ে হরির নামে নাইচে গাইয়ে, নাম নিলে প্রাণ শীতল হবে পাপের জ্বালা

দূরে যাবে ভাই। জেনে আয় তোর মায়ের কাছে পাপের ভোগী কিউন্সি আছে, এমন বন্ধু আর কে আছে ত্রিভুবনে দেখ চাই। মাইর খাইয়ে দয়া করে এমন দয়াল নাই সংসারে, মুকুন্দ চল ত্বরায় করে ডাকতেছে দয়াল নিতাই।

রাগিণী—বারোয়া।

১০৫। গুরুর চরণ সাধন কর মন আমার। ভব নদী পার হইতে গুরু হইল কর্ণধার। মন তুই আশা করিছ কার সকলই আসার সংসার মাঝে গুরু হৈল সার, গুরু কৃপা হলে সমনের নাই অধিকার। মন তুই পরিছ না ভুলে ঠেকবি দিন কালে, পরবিরে তুই বিষম জঞ্জালে, অসতেরই সঙ্গ করে সদাই করলি সদাচার। মন তর সাধের জনম যায় কি হবে উপায় শেষে বৈসে করবেরে হায় হায়, মন তুই কি ধন পাইয়ে ভুলে রলি ওরে মন দুরাচার। মন তুই গুরু কর সাধন তোরে বান্দবেরে সমন এ রঙ্গে দিন যাবে না কথন, মুকুন্দ তোর নাইকি মনে আসা যাওয়া বারে বার।

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী একতালা।

১০৬। সাধের মন বীণা যে বাজাইতে পারে হরির নাম বীণা আর কিছু বাজেনা বাজে তিন তারে মধুর স্বরে। এই যন্ত্রেরই তার বাহাত্তর হাজার সুর ঘুর জিন তিনটী মূলাধার, বাজে হংস বইলে শুনেনা সকলে যে শুনেছে তারে ভুলিতে নারে। সুরে ঘুরে জিনে যে পারে মিশাইতে এই বীণা যন্ত্র সে পারে বাজাইতে, সাধন বিনে বীণা বাজাইতে পারেনা যন্ত্রীক চেয়ে ধর যত্ন করে। এই যন্ত্রের মুখে আছে কত মন্ত্র কে শিখায়ে দিবে সেই বীণা যন্ত্র, গোসাই দ্বারিকচন্দ্র বলেরে মুকুন্দ ঠিক থাকিছ তাল রাগিণীর ঘরে।

———

রাগিণী—ভৈরবী একতালা।

১০৭। গুরু দিয়াছে যেই নাম দোমে দোমে টান। হৃদয়ে গোপনে রেখে টানগা তারে ভাবের টান। গুরু যে নিদানের বন্ধু গুরু আমার প্রাণের প্রাণ, গুরু আমার জ্ঞানের জ্ঞান। নিদান কালে যেই ধন মিলে রাখিছ তারে সাবধান, সাধু সঙ্গে ঐ নাম শুন এক তাকে পাতিয়ে কাণ। এই নামে করিও গান অন্যথা না দিও কাণ, মহা পাপী জগাই মাধাই নামে পাইল পরিত্রাণ। মুকুন্দ তুই অহংকারী গেলনা তোর কুলমান এখনও তোর সময় আছে থাকিছ অতি সাবধান।

রাগিণী—আলিয়া খেমটা।

১০৮। গৌর প্রাণ ধন হৃদয়ে রাখিয়ে তাপিত প্রাণ জুড়াইব। নয়নেরি জলে চরণ ধোয়াইয়ে ভকতি চন্দন মাখিব। এই আকিঞ্চন পূজিতে চরণ মনেরি বাসনা পুরাইব। হৃদি সিংহাসনে বসায়ে তুজনে মন ফুলে চরণ পূজিব। এস দয়া করে সচীর নন্দন হৃদয়ে গোপনে রাখিব, তোমারি চরণে আমারি পরাণে প্রেম ডোরে বেন্ধে রাখিব। মুকুন্দেরই মন ভকতি শূন্য কেমনে চরণ পূজিব, দিয়ে শ্রীচরণ পুরাও আকিঞ্চন নহিলে পরাণ ত্যজিব।

রাগিণী—বেহাগ ঠেকা।

১০৯। গেল বেলা ছাড় খেলা সময় থাকতে পারে চল। যেই দেশেতে নাইরে আপন এই দেশে আর ফল কি বল। জন্ম নিলে ভবের মাঝে দিন কাটালি রঙ্গ রসে সমন আইসে বান্ধবে কবে তখন কি তোর উপায় বল। পারের বেলা যায়রে গইয়া শেষে পারে কান্দবি বয়ে, সুজন মাঝি ধর চাইয়া সুখের দিন তোর গয়ে গেল। খেটে রলি যারি জন্য কেউ যাবেনা কার সঙ্গে, থেকে কাজ কি তাদের সঙ্গে হরি বলে পারে চল। মুকুন্দ তোর নাই কি মনে

ভুলে রইলি তাদের সনে, গোসাই দ্বারিকচন্দ্রে বলে আসা যাওয়া সার হইল।

রাগিণী—সিন্ধু একতালা।

১১০। সত্য পথে থাকিও সদায় কুপথে মন আর যেওনা ঠেকবিরে সমনের হাতে পাবি কত লাঞ্ছনা। ভাই বন্ধু আত্মজন সত্য পথে রেখো মন, কুপথে করোনা গমন এমন জনম আর হবে না। পারবি কি তুই ছুটে যেতে যখন পরবে যমের হাতে, তাই বলিরে সময় মতে কর হরি সাধনা। সামান্য ধন পাবার আশে মজলিনা সেই নামের রসে, নাম বিনে তুই তরবি কিসে হরি বলরে মন রসনা। গোসাই দ্বারিকচন্দ্রের পদে ভজলি না তুই মনের সাধে, মুকুন্দ তোর এই স্বভাবে অধরচান্দ ধরা যাবে না।

রাগিণী—ভৈরবী একতালা।

১১১। অকুলের কাণ্ডারি দিয়ে চরণ তরি আমায় নিয়ে দয়াল হরি ওপার চলনা। আছি ঘাটে বসে পারি দিব কিসে তুমি বিনে অন্য উপায় দেখি না। পার ঘাটে বসি ডাকছি দিবা নিশি শুনে কি তায় শুনলা, শুনিয়াছি সাধুর মুখে ডাকলে পার কর তাকে আমার উপায় কি তায় বলনা। মায়া নদীর তুফান ভারি কেমন করে পারি সারি ঢেউয়ের বারী নৌকা টিকেনা, পাপের বোঝা হইল ভারি শুন ওহে দয়াল হরি ওপার যাওয়া বুঝি হইল না। আশা ছিল মনে তরাবে নিদানে আশা পূর্ণ হইলনা, আমার কর্ম্ম দোষে আছি ঘাটে বসে মুকুন্দের প্রতি দয়া হলনা।

রাগিণী - বেহাগ একতালা।

১১২। পারের সময় বয়ে যায়রে কে কে যাবি আয়। সময় গেলে পরবি

ফেরে করবিরে হায় হায়। ছেড়ে দে তোর রঙ্গের খেলা গয়ে গেল সাধের বেলা কি হবে তোর পারের বেলা শেষে হবে নিরুপায়। হরি বল নৌকা খোল গণার দিন ফুরায়ে গেল, হরির নাম পারের সম্বল যেই নামেতে প্রাণ জুড়ায়। গয়ে গেল সাধের বেলা জপরে মন নামের মালা, মুকুন্দ তোর প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে নাই উপায়।

রাগিণী--বেহাগ খাম্বাজ একতালা।

১১৩। বাহ্যভাব ত্যজ্য নইলে অন্তরঙ্গ ঠিক হবে না। বাহির ভিতর সমান হইলে ওপার যেতে নাই ভাবনা। যে দেইখাছে বর্ত্তমানে অনুমান সে মানবে কেনে, অন্তরঙ্গে কার্য্য সিদ্ধি বাহিরঙ্গে পাওয়া যায় না। চেতন গুরুর সঙ্গ বিনে দেখবেনা সে বর্ত্তমানে, সত্যরূপে আছেন গুরু সঙ্গ করে তায় চিনাল না। যে মজেছে আত্ম রসে পাবেনা সে পথের দিশে, মুকুন্দ তুই অবিশ্বাসে সেই মানুষ চিনতে পারলি না।

রাগিণী—বেহাগ খাম্বাজ ঠেকা।

১১৪। মন প্রাণ সপে দিলাম কই (চরণে) একইবারে দিলে তারে আমায় ছেড়ে রইত কই। দিল দশ ইন্দ্রিয় গঠন করে শ্রীকৃষ্ণ সেবারই তরে, কৃষ্ণ সেবায় লাগলনারে সেই দুঃখ আর কারে কই। হস্ত গেল দান বিহিনে পদ গেল কুভ্রমণে, জিহ্বা গেল কুবচনে রূপে নয়ন দিলাম কই। কি কহিব দুঃখেরই কথা জনম গুহায় বৃথা গোসাই দ্বারিকচন্দ্রের কথা মুকুন্দ তুই শুনলি কই।

রাগিণী—ভৈরবী একতালা।

১১৫। প্রভাত হইল উঠরে কানাই গোচারণে যাইতে নাইকি মন

উঠ ত্বরায় করি খাওরে নবনি অধিক বেলা হইল গগনে। গুঞ্জরিছে কত ভ্রমরা ভ্রমরি নাচিতেছে কত ময়ূরী ময়ূর ডাকিতেছে ভাই কবলি ধবলি শুনে কি শুননা কাণে ঝাকে ২ পাখী ডাকে থাকি থাকি কুকিল ডাকিছে পঞ্চম স্বরে, আমরা সকলে আকুল হয়ে প্রাণে চেয়ে আছি তব পাণেরই প্রাণে ঘুনাতি ভরে সেধে ২ ভাই না নিলে কি যাবিনা বনে, আমরা কি তোর কিনা নফর হয়েছিরে সব রাখালগণে বান্ধ ধরা চুড়া বাশীত ধর টান ব্রজবাসীগণের জুড়াক রে পরাণ, সাধরে ওভাই প্রাণেরই কানাই খেলতে চায় মুকুন্দ তোদেরই সনে।

রাগিণী—মনোহরসই একতালা।

১১৬। আয়রে ওভাই প্রানের কানাই যাইবে গোচারণে। সিঙ্গার স্বরে বলাই দাদা ডাকছে ঘন ঘন। চলনারে ত্বরায় বেলা বেড়ে যায়, গগনেতে অধিক বেলা চেয়ে দেখনা ভাই, কবলি ধবলি সবে ডাকছে অনুক্ষণ। তাই বলিরে ভাই যাবে কিনা তায় জানিতে এসেছি সবে কি তোর অভিপ্রায়, বল দেখি আজ মার কোলে রলি কি কারণ। আমরা সকলে নেই কান্দে করে কাননেতে রাজা করে পূজি সকলে, মুকুন্দেরই এই বাসনা পূজিতে চরণ।

রাগিণী—ধানশী কীর্ত্তন সুর।

১১৭। নাচিতে ২ যমুনারি পথে গোঠে যায় কাল শশী। নাচে রাখালগণ নাচে ধেনুগণ কানাইয়া বাজায় বাশী। শারি ২ যায় কিবা শোভা পায় দেখিনা এমন শোভা, মোদের মনে লয় সঙ্গেতে যাইয়া চরণে হইতাম দাসী। মনেরি আনন্দে নাচে প্রেমানন্দে চড়াইতে বনে ধেনু, কানুর বাশীর স্বরে রহিবে কে ঘরে গলায় লাগায়ে ফাসি। শুনিয়ে শ্রীমতী করে মিনতি, ধরিয়া ললিতার করে, শুন সহচরি চল ত্বরায় করি দেখিব কালিমার হাসি।

ফকিরী রাগিণী—ভৈরবী একতালা।

১১৮। বৈসে থাক ইমানের ঘরে হৈচনারে বেইমান। হবেরে ভুজগের মুক্ত পাবিরে তুই ভেস্তে স্থান। বৈসে থাক ইমানের ঘরে থাকনারে তুই সবুর মেনে, সবুরেতে মেওয়া ফলে মনরে তুই সবুর মান। হারাম খেলে কেয়াম হবে ছুঞ্চেতে যেতে হবে, ক্ষুধা হইলে আলেক নাম তুই দমের সনে সদায় টান। মক্কা মদিনার পথে বেইমানে পারেনা যেতে, আগে সে মুরসিদের কাছে সপে দে তুই দেহ প্রাণ। রোজা নমাজ করলি যত তারা তোমার সাক্ষী মাত্র জানলিনা তুই দিলের তত্ত্ব মুকুন্দ তুই অতি অজ্ঞান।

রাগিণী—সিন্ধু কাফির একতালা।

১১৯। নিলিমা মুরসিদের খবর ফল কি বেঁচে দুনিয়ায়। এ দুনিয়ায় মেজবান হয়ে এসেছি অতিথ খানায়। মেজবান হয়ে গেলে পরে রাখবে কত যত্ন করে, গণার দিন ফুড়ায়ে গেলে রাখবেনা অতিথ খানায়। জঙ্গলেরকা জমিদারী মজা মারলি দিন দুই চারি, লাগবেরে তোর গলায় দড়ি নিবেরে কবর খোলায় ফল কি বেঁচে দুনিয়ায়। ইমান ছেড়ে বেইমান হলে মুক্তি কি তুই পাবি শেলে, দিলের তত্ত্ব না জানিলে কি করবে তোর ত্রিশ রোজায়। দিন দুনিয়ার মহারাজে তলপ দিলে যাইতে হবে, মুকুন্দ তোর নাইরে ইমান বেইমান হলি কোন কথায়।

রাগিণী—ভৈরবী একতালা।

১২০। দিন দুনিয়ায় পয়দা হলি মনে নাই দোজগের কথা রংরাজিতে ভুলে রলি মানলিনা মুরশিদের কথা। ধন রত্ন টাকা কড়ি পেয়ে হলি বেহুসারি, মজা মারলি দিন দুই চারি স্মরণ নাই তোর মরণ কথা। দিন দুনিয়ার মহাজনে বৈসে বৈসে বৈসে দিন যে গণে, সেই কথা তোর নাই কি মনে সাধের জনম গেল বৃথা। আল্লার নাম যার অন্তরে তার কি বল্লা থাকতে পারে, যাবেরে

সে ভেস্তে চৈলে ঠেকা নাই তার কোন কথা। কোরাণ কলমা যতই পর আগে ইমান ঠিক কর, মুকুন্দ তুই হইছনা বেইমান স্মরণ রাখিছ ঐ দুই কথা।

রাগিণী বারোয়া একতালা।

১২১। কও দেখি মন আমার কাছে তুমি হিন্দু কিনা মুসলমান। কেহ ফকির কেহ বৈষ্ণব কেহ হয় খৃষ্টান। মুসলমান হইলে পরে পাঁচওক্ত সে নমাজ পরে, মুক্তি পায় সে অবহেলে ভেস্তেতে হয় তারি স্থান। যে করে হিন্দুর ধর্ম্ম স্নান সন্ধ্যা তার প্রধান ধর্ম্ম, ছুটে যায় তার বন্ধ অনায়াসে বৈকুণ্ঠে যান। কেও বলে কালী রাধা কেহ বলে আল্লা খোদা, অন্তর বাহির ঠিক না হলে কে পায় তারে বর্ত্তমান। মুকুন্দের মন লরাচরা পারবিনা সেই অধর ধরা হবেনা তোর সাধন করা কিসে পাবি পরিত্রাণ।

রাগিণী— সিন্ধু কাফির যৎ।

১২২। চোখ মুদিয়া দেখরে মনা ভাই দুনিয়া সব ধান্ধা। এই দুনিয়ার মজা মারলি ভজলিনা আল্লা খোদা। পিতার মস্তকে ছিলে জননী জঠরে আইলে সেইখানে কি বলেছিলে এখনের ভাব জুদা। আইছ ভবে যাইতে হবে সঙ্গে তোমার কেউনা যাবে, মিছা মায়াজালে পৈরে খেটে মরলি গাধা। এ দুনিয়ার ধান্ধা বাজি তাই দেখে মন হলি রাজি, মুকুন্দ তুই বড় পাজি দিল নাই তোর সাদা।

রাগিণী—সিন্দু একতালা।

১২৩। হিন্দু মুসলমান এক মার সন্তান কখন তারে ভিন্ন ভেবনা যেমন দুভাইয়েতে দুঘর বেন্ধে আছে দুজনা। হিন্দু এক স্বর্গ নরক মুসলমানেরভেস্ত দুজক বিরাজ করে একই জনে একই সাধনা। এক হাতের তৈয়ারী সবার

যাইতে হবে একই জাগায়, সবের জন্যে এক জেলখানা বিচারপতি একজনা। গাভি আছে শত বর্ণ দুগ্ধ তার একই বর্ণ তেমনি মত ঘটে ২ আছে একজনা। মক্কা কাশী বৃন্দাবনে বিরাজ করে একই জনে, মুকুন্দ কয় এক বাপের পুত আমরা সবজনা।

রাগিণী—রামপ্রসাদী একতালা।

১২৪। মন রলি কোন দিকে চাইয়া সাধের দিন যায়রে গইয়া। স্ত্রী পুত্র কন্যাদি তরে মরলি ভুতের বোঝা বইয়া, এই ধন কি তোর সঙ্গে যাবে কান্দতে হবে পারে বইয়া নিদান কালে যেই ধন মিলে। তারে তুই রাখলিনা চাইয়া সাধনের ধন চিনলিনারে দেশে যাবি কি ধন লইয়া। ভাটির বেলায় ঘাটে যাইয়া কি করবি তুই পারি দিয়া দিন থাকিতে দেওনা পারি পারের বেলা যাইরে বইয়া। শ্রীগুরু কাণ্ডারী কৈরে বাওনা নদীর উজান বাইয়া, মুকুন্দের নাও গেল মারা ভাটীর দিগে নৌকা বাইয়া।

মালসী রাগিণী—রামপ্রসাদী একতালা।

১২৫। মার মত দয়া নাইকো তোর (সন্তানেরর প্রতি) কারে তুমি আপন ভাস কারে তুমি ভাস পর। কোল হইতে সন্তান পড়িলে মায় কি তারে দেয় ফালায়ে, কি হল কি হল বলে কোলে তুলে লয় সত্বর। কোলের ছেলে দুরে ফেলে থাকতে কি মা পারে ভুলে, ডাকতেছি মা মা মা বলে নেয়না মা ছেলের খবর। আমি কুসন্তান বলে দিয়াছ মা দুরে ফেইলে, নিবেনা আর কোলে তুলে জেনেছি মা তোর অন্তর। ছেলের প্রতি নাই মমতা ফেলে যাও মা যথা তথা মুকুন্দ তোর অবোধ ছেলে ডুবিলে কলঙ্ক তোর।

রাগিণী--রামপ্রসাদী একতালা।

১২৬। আমি তোমার দুষ্ট ছেলে আমায় দয়া হবে কি বলে। না চিনিয়ে মাতা পিতা প্রাণেতে দিয়াছি ব্যথা, না শুনে কাহারি কথা পড়িয়ে কামিনীর ভুলে। দুষ্ট মতি অপরাধী অন্তরে নাই শুদ্ধ ভক্তি, আমার জ্ঞান বুদ্ধি সব লুপ্ত হইল কুহকিনীর সরজালে। ঘুড়াইতেছে দশচক্রে পারলাম না মা ঠিক থাকিতে, বুঝেছি মা মনে ২ মুক্তি নাই চৌরাশির জেলে। মুকুন্দের মন বড় পাজি সে কথাতে হয়না রাজি, সদরে দিয়াছি আরজি আবার কি স্থান পাব কোলে।

রাগিণী—বেহাগ তাল আরঠেকা।

১২৭। ডাকব কি আর মা মা বলে মায়ত আমার ডাক শুনেনা। দয়াময়ী নামটি তোমার ত্রিজগতে আছে জানা। ডাকলে যেমন দয়া করে দয়াল বলে কে কয় তারে না ডাকলে যে দয়া করে দয়াময় নাম হয় ঘোষণা। শুনি- য়াছি সাধুর মুখে মা মা বলে যে জন ডাকে, ক্ষুধার বেলায় সুধা দিয়ে সন্তানে করে সান্ত্বনা। দয়া বুঝি নাই তোর মনে ডাকলে তোমায় পাইনা কেনে, ডাকতেছি মা মা মা বলে প্রাণে বাইচে আছে কিনা। আশা ছিল মনে মনে মনে মার কোলে স্থান পাব বলে, মুকুন্দেরই কর্ম্ম ফেরে অভয় পদে স্থান পাইলনা।

রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী একতালা।

১২৮। মায়ের কোল ছাড়িয়ে যাইচনা দূরে শীঘ্র ফিরে আয়। মায়ের কথা মনে নাইকি ভুলেছ খেলায়। বইয়ে গেল সাধের বেলা ছাইরে দে তোর রঙ্গের খেলা, ঘরে থেকে আকুল হইয়ে ডাকতেছেরে মায়। যাদের সঙ্গে খেলতে আইলে খেলায় কেবল হাইরা গেলে, আর খেলিছ মা তাদের সনে

ঠেকবি বিষম দায়। খেলবি যদি নামের খেলা জুড়াইব প্রাণের জ্বালা, মুকুন্দ তোর পারের বেলা কি হবে উপায়।

রাগিণী—ঝিঁঝিট খাম্বাজ একতালা।

১২৯। কোন বনে বাজিল বাঁশী চলগো দেখে আসি। প্রাণ হরে নেয় বাঁশীর টানে কুল মান গেল ভাসি। বাঁশীর জ্বালায় জ্বইলে মরি ধৈর্য্য না ধরিতে পারি, আমরা সব গোপ নারী মারিলগো প্রাণে বংশী। শ্যামের বাসী কি গুণ জানে মন প্রাণ বেঁধে টানে, রইতে কি আর পারে ঘরে প্রাণে লাগায় প্রেমের ফাঁসি। শ্বাশুড়ী ননদী জ্বালা হাইটা যাইতে পাও চলেনা, মুকুন্দ কয় ভয় করোনা মিছা তারা করে দোষী।

রাগিণী—লগ্নী তাল যৎ।

১৩০। যমুনায় জল ভরতে তোরা কে কে যাবি আয়। কে যাবি শ্যাম দরশনে সময় বয়ে যায়। শ্বাশুরী ননদী ঘরে কি বলিয়ে যাব চলে, জল আনিতে ছল করিয়ে দেখব শ্যাম রায়। বাঁশীর জ্বালায় জ্বইলে মরি ধৈর্য্য না ধরিতে পারি, আয়গো সবে ত্বরায় করি যাই কদম তলায়। শ্যামের বাঁশী মন উদাসী প্রাণে লাগায় প্রেমের ফাসী, অসময়ে বাজায় বাসী কুল মান রাখা দায়। সাঁজের বেলায় ঘাটে গেলে ননদিনী জিজ্ঞাসিলে, মুকুন্দ কয় হেসে যাইও নইলে ঠেকবি বিষম দায়।

রাগিণী—লগ্নী তাল একতালা।

১৩১। বসিয়ে তমাল ডালে রাধা বইলে বাঁশীটী বাজায়। ঐ যে কালার বাঁশীর টানে কুলমান রাখা দায়। বাঁশীর ভিতর কতই মধু বাহির করল কুলবধু, বাঁশীর সমান নাইগো মধু শুনে তাপিত প্রাণ জুড়ায় যাইতে চাইলে তারি

কাছে ননদিনী বাদী আছে, বলিবে আয়ানের কাছে শেষে হবে কি উপায়। একে মো'রা কুলবালা সহেনা বিরহ জ্বালা, ঘরে পোড়া বাইরে পোড় পোড়ায় অঙ্গ জ্বইলে যায়। পোড়ায় অঙ্গ হলো সারা গেলনা আর ধৈর্য্য ধরা, মুকুন্দ কয় শুন গো তোরা ভয় কইরনা কোন কথায়।

রাগিণী—মনোহরসাই কীর্ত্তন সুর।

১৩২। ধীরে ধীরে যায় ফিরে ২ চায় রাই বাম দরশনে। কত রঙ্গে ভঙ্গে সখীগণ সঙ্গে চলেছে রাই নিকুঞ্জ বনে। চতুর্দ্দিকে সহচরী মধ্যে চলে রাই কিশোরী, কেহ নেয় চন্দন গুলি পরাইতে শ্রীচরণে। গাঁথিয়ে মালতীর মালা কেহ লয়ে ক্ষীর ছানা, আনন্দের আর নাইরে সীমা চলেছে সবে একমনে। ননদিনী বাদী আছে কি জানী কি হয় গো পাছে, মুকুন্দ কয় সাক্ষী আছে আয়নকে ভুলাইল নিধুবনে।

রাগিণী—ভাইট্যাল সুর।

১৩৩। শ্যাম কলঙ্কের নামটি আমার গকুল নগরে। মনের দুঃখ মনে রইল কইতে মানুষ নাই সংসারে। যে দুঃখ আমার অন্তরে মন জানে আর বলব কারে পারার লোক বিবাদী হয়ে কলঙ্কিনী কয় আমারে। শ্যাম দিয়াছে মন ব্যথা সয়না লোকের খোচা কথা না শুনে কাহারি কথা মন প্রাণ সপিলাম তারে। যার জন্যে কলঙ্কি হইলাম কুলমান সব হারাইলাম, তবু তারি মন পাইলাম না দয়া নাই গো তার অন্তরে। মুকুন্দ কয় বিনয় কইরে ব্রহ্মা যারে না পায় ধ্যানে, সেই মানুষের সঙ্গ পেলে তার কলঙ্ক নাই সংসারে।

রাগিণী—ভাটিয়াল সুর।

১৩৪। শুন গো সখি ললিতে মনোচোরা শ্যাম ঠেইকাছে আজ বিরজার হাতে। তার বাসনা পুরাইল আমরা রইলাম আশাতে। বইলে ছিল শীঘ্র আসিব তা না হইলে এতক্ষণ সে কোথায় রহিল, অতি সাধের ফুলের মালা দিব কারি গলেতে। বৈসে রইলাম যারি আসাতে বৃথা নিশি গোয়াইলাম নিঘুর বনেতে, নিশি অবশান হইলে আসবে কি সে প্রভাতে। চল সখি গৃহে চলে যাই বৃথা আর অরণ্যেতে বইসে কার্য্য নাই, মুকুন্দ কয় সাধের মালা ভাসাইয়া দেও জলেতে।

রাগিণী—ভাটিয়াল সুর।

১৩৫। যা গো সখি ললিতা বইয়ো গো প্রাণ বন্ধের কাছে দুঃখের কথা। তার আসাতে আমরা সবে নিশি গোহাইলাম বৃথা। এত যদি ছিল তার মনে তবে কেন রাখল আমায় নিঘোর কাননে, আশা দিয়ে না আসিল জিজ্ঞাসিও ছিল কোথা। যার জন্যেতে কলঙ্কি হইলাম কুল মান লজ্জা ভয় সব হারাইলাম, তবু তারি মন পাইলাম না কঠিনী হৃদয় নাই মমতা। তোরা আমায় বইলে ত ছিলে কালো কখন হয়না ভালো দুগ্ধেতে ধুইলে, মুকুন্দ কয় কালো ভালো দুষি হইল কোন কথায়।

রাগিণী—ভাটিয়াল সুর।

১৩৬। আজ নিশিতে কার কুঞ্জেতে রইল শ্যাম যায় গো জীবন জ্বইলে যায়। সখি শ্যাম এলোনা কি করি উপায়। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কৃষ্ণ নিতি আইসে যায়, অনুমানে বুঝা গেছে তায়। আর কি আসবে প্রাণ বন্ধু নিশি বয়ে যায়। সখি আমরা মিছে রইলাম তাহারি আশায়। সখি মিছে কেন

পয়ের বল ভেবে প্রাণ যায় ২ অধীন মুকুন্দ কয় ভেবো না গো শ্যাম ঠেইকাছে বিষম দায়।

রাগিণী – ভাটিয়াল সুর।

১৩৭। তারে কোথায় গেলে পাই গো আমার প্রাণ সদায় যারে চায়। যার জন্তেতে প্রাণ কান্দে সে বিনে প্রাণ রাখা দায়। ভুলি ভুলি মনে করি ভুলিতে না পারা যায়, শুইলে স্বপনে দেখি করি সখি কি উপায়। কোথায় গেলে পাব তারে খুজিয়া বেড়াই। দেশ বিদেশে ঘুইরে বেড়াই তারে নাহি পাওয়া যায়। পাই না তারে কার কাছে কই, মুকুন্দ কয় ছারবনা গো যদি আমার প্রাণ যায়।

রাগিণী—ঝিঁঝিট একতালা।

১৩৮। দেখ নিধুবনে বসে একাসনে শ্যামের বামেতে নবীন কিশোরী। ললিতা বিশখা চম্পক লতিকা তারা আনন্দে হেরিছে রূপের মাধুরী। রাইয়েরই গলায় শোভে গজমতী, শ্যামেরই হাতে মোহন বাশরী। নাচে সারি সারি যোগলরূপ হেরি, ডালে বইসে গান করে শুক সারি। নাচে চতুর পাশে মনেরি উল্লাসে, চরণে গুঞ্জরিছে ভ্রমরী। অধম মুকুন্দে রেখো পদার বিন্দে, চরণে স্মরণ মাগি বিনয় করি।
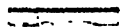
রাগিণী—সিন্ধু ভৈরবী একতালা।

১৩৯। সাধুর গায়ের বাতাস লাগলে পূর্ব্ব স্বভাব দূরে যায়। আর চোরা সাধুর বাজারে সাধুর বাতাস তোর লাগুক গায়। চন্দন বৃক্ষের আশে পাশে অন্য বৃক্ষ কতই আছে, চন্দনেরই বাতাস লেগে কৃষ্ণ অঙ্গ মিশে যায়। হরিদ্রায় চুনে মিশে দুই রঙ্গে এক রঙ্গ হৈয়াছে, তেমনি মত সাধুর বাতাস লাগলে স্বভাব দূরে যায়। শুনিয়াছি কুমুরিয়া পোকে ধুইয়ে আনে অন্য কীটে, তার পরশে স্বরূপ হইয়ে কুমুইয়া পোক হয়ে বেড়ায়। মলয় পবন পরশেতে মালতী ফুটেছে কাননেতে, মুকুন্দ নাই তোর কর্ম্মেতে সেই পরশ তোর পাওয়া যায়।

কুমিল্লা আনন্দ প্রেসে—
শ্রীকালাচাঁদ চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।
১৯২৭ ইং।